হরিরাজ।

অমরেন্দ্র নাথ দত্ত।

(ঐতিহাসিক ঘটনামূলক
বিয়োগান্ত নাটক)

"I could a tale unfold, whose lightest word
Would harrow up thy soul; freeze thy young blood;
Make thy two eyes, like stars, start from their spheres,
Thy knotted and combined locks to part.
And each particular hair to stand on end,
Like quills upon the fretful porpentine.

(Hamlet; Act I.; Scene 5.)

[২য় সংস্করণ]

স্বর্গীয় অমরেন্দ্র নাথ দত্ত
প্রণীত।

মূল্য ১৲ টাকা।
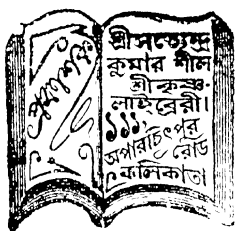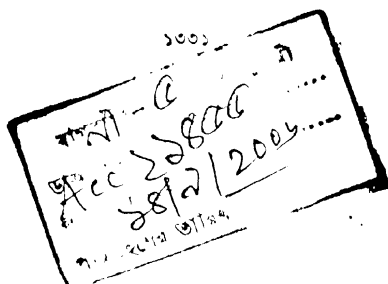
নিউব্রিটেনিয়া প্রেস

প্রিণ্টার—আবদুল গফুর

২৪২।১ অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

নাটকের প্রোযোক্তৃগণ।

পুরুষ।

হরিরাজ	...	কাশ্মীরের যুবরাজ।
কহ্লন	...	ঐ সখা।
জয়াকর	...	সেনাপতি।
কুলধ্বজ	...	প্রধান সামন্ত।
বীরসেন	...	সৌরাষ্ট্র-রাজ।
দধিমুখ	...	কাশ্মীররাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনৈক ব্রাহ্মণ।

মন্ত্রী, সামন্তগণ, রাজগণ, দূতগণ, প্রহরীগণ, কাশ্মীররাজের প্রেতাত্মা।

স্ত্রী।

শ্রীলেখা	..	রাজমহিষী।
সুরমা	...	রাজকুমারী।
অরুণা	...	কুলধ্বজকন্যা। (হরিরাজের সহিত বিবাহপণে বদ্ধ)
মলিণা	...	জয়াকর-পত্নী।

সখীগণ, পরিচারিকাগণ, ধাত্রী ইত্যাদি।

হরিরাজ

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাশ্মীর নগর-তোরণ

(দুইজন প্রহরী দণ্ডায়মান)

১ম প্র। দেখ্ ভাই, আজকের রাতটা কি অন্ধকার, কোলের মানুষ দেখা যায় না। একে অমাবস্যার রাত—আবার এই দুর্য্যোগ; রাতটে ভালয় ভালয় কেটে গেলে বাঁচি।

২য় প্র। সত্যি ভাই, আজকের গতিক বড় ভাল নয়। আমার গাটা কেমন ছম্ ছম্ কচ্ছে।

১ম প্র। চুপ কর্ তো রে—কে একজন আস্ছে না?

(দধিমুখের প্রবেশ)

২য় প্র। কে ও—উত্তর দাও।

দধি। কে ও, বীরবর? কে বলে তুমি বেহুঁসিয়ার। ভোর রাত্তিরেও এমন সরেওয়ার রা দিচ্ছ। দেখো যেন গর্দ্দানা নিও না।

১ম প্র। বলি ভাই রক্ষে, পাগ্‌লা ঠাকুর। দধিমুখ ঠাকুর! তুমি এই দুর্য্যোগে এত রাত্রে এখানে যে?

দধি। ব্যায়রামের ধমকে। জানই তো ঘুরে বেড়ান আমার একটা রোগ।

মনের জ্বালায় ঘুরে বেড়াই থাকি কেমন করে।
কত বোঝাই বোঝে না মন পরের ভেবে মরে॥

২য় প্র। থাম ঠাকুর। তোমার পাগলামি রাখ;—দুটো নূতন খবর দাও।

১ম প্র। হাঁ ঠাকুর, মহারাজ কি কালই জম্বু থেকে ফিরবেন?

২য় প্র। আচ্ছা, বসন্ত-উৎসবে সেনাপতি ম'শায় তো সমস্ত রাজপরিবারকেই নিমন্ত্রণ করেছেন—তবে আমাদের যুবরাজ গেলেন না যে।

১ম প্র। বলি ঠাকুর, তুমি যে বড় গেলে না?

২য় প্র। রাজকুমারী কি মহারাণীর সঙ্গে গেছেন?

দধি। বলে যাও বলে যাও। এই আমার একটা মুখে তো এতগুলো কথার জবাব কুলোবে না। আর ছাই জবাই বা দেব কি? রাজ-রাজড়ার কি কিছু ঠিকানা আছে? সখের উপর আনাগোনা। যুবরাজ যান্‌নি—ইচ্ছে হয়নি। রাজকুমারী না গিয়ে থাকেন—তাও তাই।

১ম প্র। সেনাপতি ম'শায়কে মহারাজ বাস্তবিকই কনিষ্ঠের মতন স্নেহ করেন। তা না হলে সপরিবারে তাঁর প্রমোদকাননে অতিথি হওয়া সামান্য ভালবাসায় হয় না।

২য় প্র। বাস্তবিক, সেনাপতি ম'শায় সমস্ত রাজপরিবারেরই প্রিয়পাত্র। মহারাণীও তাঁকে বিশেষ স্নেহ করেন। আর সেনাপতিও রাজ-অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্র। এরূপ অমায়িক লোক প্রায় দেখা যায় না।

১ম প্র। তা সত্যি, সেনাপতি ম'শায় কাশ্মীরবাসীর কারো অপ্রিয় ন'ন।

দধি। বদনভরা মধুর ধারা, গরল পোরা প্রাণে।
হেসে হেসে প্রেমের ফাঁসে, বাঁধে সে যতনে॥
ভবের হাটে হেঁটে হেঁটে দেখ্‌লেম কত মেলা।
সাঁচ্চা ফেলে ঝুটো তোলে,
গোলোক ধাঁধার খেলা॥

১ম প্র। ঠাকুর! আবার পাগলালি সুরু কল্লে? ঘরে যাও ঘরে যাও। রাত আর বড় বেশী নেই।

২য় প্র। ওরে ভাই! একটু আস্তে কথা ক', বাইরে থেকে কে একজন আস্‌ছে।

(কুলধ্বজের প্রবেশ)

দধি। এ কি সামন্ত ম'শায়! আপনি শেষ রাত্রে কোথা থেকে একা ফির্‌লেন যে? এত দুর্য্যোগেও কি আপনাদের রাজকার্য্যের কামাই নাই?

কুল। দধিমুখ! অঘটন ঘটেছে বিষম,
মহারাজ বিগত-জীবন।

১ম প্র। কি সংবাদ ভয়ঙ্কর!

কুল। দুর্দ্দৈব অপার—
কাশ্মীর-ঈশ্বর নাহি আর ধরাধামে।
প্রমোদ-উদ্যানে বিবিধ কৌতুকে
দ্বিপ্রহর কাটিল হরষে
বিরাম-প্রয়াসে অন্তঃপুরে পশিলা রাজন।

সেনাপতি হরষিত মন—
জনে জনে তুষিলেন মিষ্টভাষে।
সহসা উঠিল কাঁপায়ে নীরব নিশি
বামাকণ্ঠে করুণ ক্রন্দন।
অস্থির চরণ—ধাইনু সভয়ে অন্তঃপুরে।
বিশ্রাম-আগারে—
হেরি চিত্র বিভীষিকামাথা!
শয্যা'পরে যন্ত্রণায় অধীর নৃপমণি,
মহারাণী উন্মাদিনী সম
পদতলে করেন রোদন।

১ম প্র। আহা, চিত্র অতীব ভীষণ!

কুল। হেরি সবে ধীরে ধীরে কহিলা ভূপাল—
'বড় জ্বালা বুক ফেটে যায়,
অল্পকাল দেহে রবে প্রাণ।
এ অন্তিমে সত্যদান কর সবে মোর পাশে,
স্বাধীন কাশ্মীরে পরাধীন না করিবে,
যতদিন দেহে রবে প্রাণ—
হরিরাজে বসাইবে সিংহাসনে।'
একবাক্যে করিনু শপথ সবে;
স্বর্গীয় বিভায় ভাতিল বদন,
ডুবিল জীবন-রবি মধ্যাহ্ন-গৌরবে।

দধি। (স্বগত) হরি—হরি! লোকে আমায় পাগল বলে। রাজাগুলো কি মুখ্যু। এরাই আবার রাজবুদ্ধির বড়াই করেন!

কুল। দধিমুখ! না জানি কি ঘটীবে কাশ্মীরে,

ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঘেরা।
হরিরাজ নবীন যুবক,
সংসার-রহস্য প্রহেলিকা নয়নে তাহার,
গুরুভার পড়িল শিয়রে।
কাশ্মীরের স্বাধীনতা কেমনে রহিবে,
কিরূপে মঙ্গল হবে—
সেই চিন্তা সদা জাগে প্রাণে।

দধি। সামন্ত ম'শায়! রাজ্যের মঙ্গলচিন্তা তো পরের কথা। উপস্থিত, যুবরাজকে সংবাদ দেবেন চলুন।

কুল। দধিমুখ—দধিমুখ!
কোন্ প্রাণে চেয়ে মুখপানে
কব তারে মর্ম্মঘাতী কথা?
আজীবন যাঁর অন্নে হইনু পালিত,
যাঁর অন্নে জীবন বর্দ্ধিত,
তাঁর মৃত্যু কথা
কোন প্রাণে কব তাঁর তনয়-সমীপে?
ওহো কর্ত্তব্য কঠোর—
অগ্রসর কেন বা হইনু আমি।
চল যাই দেখি গো ত্বরায়
কুমার কোথায়।
আহা!
পিতৃশোক কিশোর-বয়সে।
রহ সবে সতর্ক প্রহরী,
নগর হইতে কেহ না বাহিরে যায়।

[কুলধ্বজ ও দধিমুখের প্রস্থান।

১ম প্র। আহা-হা! কি সর্ব্বনাশই হ'ল রে! এমন রাজা আর পাব না।

২য় প্র। এ আবার কি ব্যায়রাম ভাই? আমার তো ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে কচ্ছে।

১ম প্র। কি জানি ভাই কি ব্যায়রাম। যা ভগবানের মনে ছিল, তাই হ'ল। হায়! হায়! এতদিনে কাশ্মীরের চূড়া খসে গেল।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নদীতীরস্থ পথ।

(হরিরাজ ও কহ্লন)

কহ্লন (গীত)

আপন মনে উদাস প্রাণে
ধীরে ধীরে কোথা বহিয়ে যাও।
কহ লো স্রোতস্বিনি, এ মধুর ধ্বনি
কাঁহার মহিমা জগতে জানাও।
ঊষার হিল্লোলে নাচিয়ে নাচিয়ে,
কাহার উদ্দেশে যেতেছ ছুটিয়ে,
বল দেখি শুনি অয়ি তরঙ্গিণি!
কার প্রেমে ঢলে পরাণ মাতাও॥

হরি। মধুর সঙ্গীত।
ঢালে প্রাণে অমৃতের ধারা।
কিন্তু আজি এ কেমন—

কেন প্রাণ থেকে থেকে উঠে কেঁপে ?
যেন কোন সুদূর প্রদেশ হ'তে
পশে হৃদে করুণ ক্রন্দন।

কহ্লন। কুমার! বৃথা কেন উৎকণ্ঠিত মন ?
সত্য কভু নহে ত স্বপন।
রণক্রীড়া-অনুরাগী তুমি,
যুদ্ধ-বিগ্রহ কথা সদা ভাব মনে,
তাই স্বপনে হেরেছ ছায়া তার।

হরি। ভাই কহ্লন! জান তুমি
মনোলোভা প্রকৃতির শোভা
দানে আভা হৃদয়ে আমার।
কিন্তু আজ সব বিপরীত।
প্রভাত-সমীর অগ্নিসম স্পর্শে ভালে;
নাহি শোভা প্রকৃতি-বদনে,
অরুণ-কিরণে ছায়া যেন হয় অনুমান।
জাগে মনে ভীষণ স্বপন—
কাঁদে প্রাণ প্রবোধ উপেক্ষা করি।

কহ্লন। বিচক্ষণ তুমি মতিমান। হে ধীমান!
তবে কেন আকুল অলীক শোকে ?
দূর কর অনৃত ভাবনা,
ভুলে যাও স্বপন-কাহিনী।

হরি। সখা! বুঝেও বুঝে না মন,
ভীষণ স্বপন নাচে যেন সম্মুখে আমার।
যেন—কাশ্মীর-নগরী হাহাকারে ভরি,

ভাসিছে রুধির-স্রোতে,
শোণিত-পিয়াসী নাচিছে কবন্ধকুল,
রাজপুরী শূন্যময় হেরি,
প্রাসাদ-তোরণে অনন্ত শয়নে
পিতা মোর লুটেন ধূলায়—
কাঁপে কায় স্মরিয়া ভীষণ ছবি !

কহ্লন। সত্য বটে ভীষণ স্বপন !
কিন্তু জ্ঞানীজন
বিশ্বাস স্থাপন স্বপনে না করে কভু।
ছায়া কুহকিনী ; দরিদ্রে আদরে,
লয়ে যায় প্রাসাদ-শিখরে,
মুকুট পরায় শিরে,
রাজ্যেশ্বরে করয়ে ভিখারী।
হেন দুর্ব্বলতা তোমায় না সাজে যুবরাজ !
হের সখা ! উজলা প্রকৃতি
করে নতি বিভুর চরণে,
অরুণ কিরণে হাসে উষা বিনোদিনী,
ফোটে ফুল সৌরভ বিলায়,
পাখী গায় পঞ্চমে তুলিয়ে তান,
নির্ঝরিণী কুলুকুলু স্বরে
স্তুতি করে পরম-পিতারে,
প্রভাত-শিশিরে অবনত-শিরে
তরুদল নমিছে চরণে—
মূঢ়জনে শিখায় ভকতি-প্রেম !

হরি। সত্য সখা! মধুর মিলন!
—কি প্রেম বন্ধন—
জগজন বিমোহিত এই প্রেমে।
এই প্রেমে উষার নবীন হাসি,
এই প্রেমে ফুল রাশি রাশি
বিলায় সৌরভ দশদিকে,
এই প্রেমে মলয়া বহিছে,
হিল্লোল তুলিছে,
নাচিয়া ছুটিছে তরঙ্গিণী।
বিভুপদে মিলিত যতনে
যেন সবে একমনে
প্রেমানন্দে ধাইছে নীরবে।

কহ্লন। হে কুমার!
সৃষ্টি চমৎকার নহেত অসার।
করণ কারণ মিলিয়াছে এক ঠাঁই।
যথা স্রোতস্বতী অবিরাম গতি,
পর্ব্বতে জনম লভি,
যথা দিয়া ধায় কুতুহলে—
ফল ফুলে হাসায় মেদিনী শ্যামা;
অবশেষে মিশে গিয়ে সাগর-সঙ্গমে।
সেইরূপ মানব-জীবন
মহান উদ্দেশ্য হ'তে লভিয়া জনম,
বিভুপ্রেম শিখায়ে জগতে
চলে পড়ে পরমাত্মা পদে

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। যুবরাজের জয় হ'ক। কুমার-বান্ধব! মন্ত্রী মহাশয় আপনার দর্শনপ্রার্থী! মন্ত্রণাগৃহে আপনার নিমিত্ত অপেক্ষা কচ্ছেন।

কহ্লন। যাও ত্বরা—দেহ সমাচার,
ত্বরায় ভেটিব তাঁরে।

দূত। যে আদেশ।

কহ্লন। (স্বগত) সহসা কাঁপিল কেন প্রাণ?
কেন এ আহ্বান?
সবেমাত্র হয়েছে প্রভাত।
(প্রকাশ্যে) আসি সখা! ফিরিব ত্বরায়?
দেখি মন্ত্রীমহাশয় কি কারণ করেন স্মরণ।

[প্রস্থান।

হরি। যাই উদ্যান-ভিতরে
এসেছে কি অরুণা তথায়?
প্রাণ চায়—
প্রভাত-মাধুরী-মাঝে
হেরিতে সে মাধুরী-প্রতিমা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কুলধ্বজের উদ্যান

(অরুণা ও সখীগণ)

সখীগণ। (গীত)

(ওলো সই) সোহাগে কুসুম ঐ ঢলে।
সুবাস ছড়ায়ে, হাসিয়ে হাসিয়ে,
হেলে দুলে কত প্রেম-খেলা খেলে॥
নলিনী আমোদে বিভোরা,
ঐ আস্‌ছে মনচোরা,
মাতোয়ারা হয়ে সতী গরবে দোলে—
ছুটোছুটি ভ্রমর ফিরে চুমিয়ে ছলে॥

অরুণা। (গীত)

ভালবেসে এত জ্বালা সই।
কে আগে জানিত, যেচে বিকাইত,
আপনারি প্রাণ বিনিময় বই॥
"লহ" "লহ" বলে সদা আরাধন,
ফিরেও চাহে না—করে পলায়ন,
কেন এ দাহন—মরম-বেদনা,
বাড়িছে রোদন—বিরাম কই॥

১ম সখী। কেন লো সজনী!
কেন বিষাদিনী!
করুণ সঙ্গীত কেন?
যুবরাজে যে প্রণয়-স্রোতে

যতনে বেঁধেছ সতি,
আছে কি শকতি
ছিঁড়ি সে প্রণয় বন্ধন ?

অরুণা। সখি! কত রঙ্গ জান তুমি,
তাই রঙ্গ কর দিবানিশি!
বিষাদ কোথায় ?
শোভা দেখ ধরে না ধরায়।
উষা হাসে সুনীল আকাশে,
সরোবরে হাসিছে নলিনী,
দিনমণি উঁকি ঝুঁকি চায়, ধীর বায়ু ধায়—
ফোটায় কুসুমকুল,
মধুপ আকুল—ফুলে ফুলে করে ছুটোছুটি।
মনে হয়, বিশ্বচয় কুসুমে গঠিত,
অবিরত ফুটেছে কুসুম-শ্রেণী।
কহ লো সজনি,
এ প্রভাতে বিষাদে কে রহে ?

১ম সখী। সখি! সাধ হয় মনে—
কুসুমিত উপবনে ফুলরাণী সাজাব তোমায়,
ভৃঙ্গ যথা মধুগন্ধে ধায়,
সেইমত আসিবে ত্বরায়
প্রাণকান্ত প্রেম-আশে তোর।
(সখীগণের প্রতি) এস সবে যাই,
অলিরে কাঁদাই,
ফুলের কুমারী ফুলেতে সাজাই।

সখীগণ।　　　(গীত)

কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে চল লো রঙ্গিণী
আয় লো সজনি।
দুকুল ভরি' কুসুম হরি' সাজাব ভামিনী,
বামা বিনোদিনী ॥
প্রকৃতি হাসিয়ে চায়, সুষমা ঝরিছে তায়,
ধীর মলয় বয়, আকুল করে হৃদয়,
ফুলের মাঝে ফুলের সাজে শোভিবে সজনী,
ফুলের কামিনী ॥

[প্রস্থান।

অরুণা।　বাড়ে বেলা—
হাসি খেলা প্রাণ নাহি চায়।
চারিদিকে আলো—
কই মম হৃদয়ের আলো ?
প্রতিদিন নাথ মম আসি এই স্থানে,
সুধা ঢালি প্রাণে করেন সোহাগ কত—
আজি কেন বিলম্ব না জানি।
মনে নাই ?　ছি ছি—সম্ভবে কি তাই ?
আমি তার—সে আমার জীবনে মরণে।
আজি পড়ে মনে শৈশবের খেলা।
কতই কলহ নিত্য হত দুইজনে ;
কুসুম-চয়নে নিত্য কত বাধিত বিবাদ।
বিষণ্ণ-নয়নে চাহিলে বদনে,
কতই আদরে বেণীর মাঝারে

ফুলরাশি দিতেন পরায়ে,
নেচে ধেয়ে দেখাতাম সখীগণে,
হাসিমুখে ফিরিতাম পুনঃ।
সন্ধ্যা আগমনে, শশধরে হেরিয়ে গগনে,
যাচিতাম ধরে দিতে সুধাকরে ;
অনাদরে করিতাম কত অভিমান।
করে ধরে লয়ে গিয়ে পিতার গোচরে
করিতাম কত অভিযোগ।
সরম-বন্ধন ছিল না তখন—আজি কেন
সে ভাবে অভাব ?

(হরিরাজের প্রবেশ)

হরি। অরুণা ! একেলা রয়েছ হেথা ?
কোথা সুধাকণ্ঠি সুলোচনা সখীগণ ?
একাকিনী কেন বিনোদিনি ?
অথবা তোষিণি !
দিতে লাজ উষার ছটায়,
বিমোহিনী রূপের আভায়
বিরলে রয়েছ বসি,
মৃদুহাসি অরুণে সম্ভাষি।

অরুণা। যুবরাজ ! আমি দাসী,
কিঙ্করীরে কেন দাও লাজ ?

হরি। সুহাসিনি ! নাহি জান কত সুধা
রেখেছ লুকায়ে ঐ নয়নের কোণে।
প্রতি অবয়বে ঝরিছে সৌন্দর্য্যধারা ;

যত দেখি—দেখিয়ে না পূরে আশ,
হেরি পলে পলে
নূতন মাধুরীকণা।
সাধ হয়, হাসি হ'য়ে ভাসিতে অধরে,
প্রাণে প্রাণে মিশিতে দুজনে।
কভু উঠে মনে,
বিজন বিপিনে, রহি তোর সনে
মুগ্ধ হ'য়ে প্রেমের স্বপনে—
রাখি দূরে সংসারের কোলাহল।
প্রাণ বিচঞ্চল পলকে প্রমাদ গণে।

অরুণা। কুমার! অবলা রমণী আমি,
কি সাধ্য আমার
শুধিতে প্রেমের ধার তব।
যতক্ষণ তুমি রহ পাশে,
প্রাণে কত সাধ আসে,
উল্লাসে ভুলিয়া যাই;
তুমি যাও চলে—শূন্য প্রাণ পড়ে থাকে
আপন হারায়ে।
শুনি বিহঙ্গের তান
চমকে পরাণ, মনে হয় তোমার আহ্বান।
মলয়-সমীরে
চুপি চুপি শুনি তব মধুময় বাণী।
যবে শশী রজত-ধারায়
জগতে হাসায়, তব জ্যোতি
হেরি সুধাকরে।

গাঁথি যবে মালা—
হৃদয় বিকলা পরাতে তোমার গলে।
বল বল, কত দিনে হইবে মিলন ?

হরি বাঁধ মন, বিলম্ব নাহিক আর।
সমাগত মিলনের দিন।
শুভদিনে উদ্বাহ বন্ধনে
বাঁধিব তোমায় বালা।
দীর্ঘ বিরহের জ্বালা
ভুলিব লো মধুর মিলনে।
এক বৃন্তে দুটী ফুল ফুটিব সোহাগে।

(গীত গাহিতে গাহিতে সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ (গীত)

কুঞ্জে কোয়েলা কুহুতানে
মন বাঁধি কেমনে—মন বাঁধি কেমনে ;
ওলো মলয় সমীর করে আকুল প্রাণে॥

* * * *

আ মরি আ মরি অতুল মাধুরী
তমালে বেড়ি' মাধবী খেলে।
প্রণয়-ফাঁদে হৃদয়চাঁদে
দেখ লো বাঁধে ঐ কুতুহলে॥

2 * * *

গেঁথেছি চারু কুসুম-হার,
পরাও প্রাণেশে সরম পাসর,
লুকাইতে সাধ, আঁখি সাধে বাদ
মরমের কথা খেলে নয়নে॥

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। যুবরাজের জয় হ'ক্। ঠাকুরাণি! সামন্ত ম'শায় জম্বু থেকে ফিরে এসেছেন। বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে একবার শীগ্‌গির ডাকছেন।

হরি। কহ কি কারণে সামন্ত প্রধান
উষাকালে সমাগত জম্বু হ'তে

পরি। দাসী বিশেষ সংবাদ অবগত নয়! শুন্‌লেম, প্রয়োজনীয় রাজ কার্য্যের নিমিত্ত এসেছেন।

অরুণা। যুবরাজ! কেন হ'লে বিষণ্ণ-বদন?

পরি। ঠাকুরাণি! বড় প্রয়োজন।

অরুণা। কুমার! যাই আমি।

হরি। এস তবে।

[অরুণা, সখীগণ ও পরিচারিকার প্রস্থান।

কি হেন বিশেষ কার্য্যে রজনী প্রভাতে
সমাগত জম্বু হ'তে সামন্ত-প্রধান?

(কুলধ্বজের প্রবেশ)

স্বাগত হে সামন্ত-প্রধান!
কহ মতিমান্!
জম্বুর ত কুশল সকলি?

কুল। কুমার! ক্ষমা কর অধীনেরে,
আসিয়াছি অশুভ বারতা নিয়ে।
হে ধীমান্!
দৃঢ় কর মন, নিদারুণ সংবাদ আমার

হরি। সন্দেহ না রাখ আর—
কহ ত্বরা—কাঁপিছে হৃদয়।

কুল। দুর্দ্দিন উদয়—পিতা তব নাহিক ধরায় !!

হরি। সত্য কিবা ফলিল স্বপন—
পিতা মম বিগত-জীবন ?
পায়ে ধরি সামন্ত-প্রধান !
বল বল মিথ্যা তব বাণী ;
পিতৃঋণে ঋণী—পিতৃসেবা অপূর্ণ আমার।
ধিক্ এ জীবনে,
ছার প্রাণ রাখি কি কারণে,
আত্মহত্যা মঙ্গল আমার—
ঝাঁপ দিব মন্দাকিনী-নীরে। [সবেগে প্রস্থ

কুল। স্থির হও, স্থির হও, কোথা যাও
যুবরাজ ? [সবেগে প্রস্থ

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণাগৃহ।

(মন্ত্রী, জয়াকর ও সামন্তগণের প্রবেশ)

মন্ত্রী। হে সামন্তগণ !
ভীষণ দুর্দ্দৈব আজি উদয় কাশ্মীরে।
যাহার আশ্রয়ে অবহেলে এতকাল
কাটাইনু সুখে—
যাঁর তরে করেছিনু প্রাণপণ—
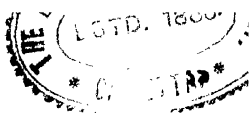
সেই মহাজন বিগত-জীবন আজ।
শূন্য সিংহাসন—নাহি আর সে দীনরঞ্জন,
প্রজাগণ কাঁদিছে কাতরে,
প্রতি ঘরে বিলাপের ধ্বনি।
নাহি জানি—
কি কুক্ষণে রাজপুরী ত্যাজিলা ভূপাল—
অকালে পড়িল খসি ভূধর-শিখর।

জয়া। সচিব-প্রবর! দেখাবার নহে এ অন্তর,
তাই আছি স্থির হয়ে।
যে যাতনা হৃদয়ে আমার
নাহি হয় বর্ণনা তাহার।
জীবন অসার জ্ঞান হয়।
হতভাগ্য কেবা আছে মম সম?
কত পুণ্যফলে নিজালয়ে পাইনু ভূপালে,
যথাসাধ্য আয়োজন করিনু সেবার।
দুর্ভাগ্য আমার—সাধে বাদ ঘটিল বিষম।
হায়! হায়!
মম পুরে নরনাথ ত্যজিলা জীবন;
মৃত্যু কেন হ'ল না আমার!

মন্ত্রী। সুধীবর! বিলাপে কি ফল আর,
ঘটিয়াছে যা ছিল বিধির মনে।

(কুলধ্বজের প্রবেশ)

কহ ত্বরা সামন্ত প্রধান!
কিরূপে কুমারে শুনাইলে [illegible] কথা?

কুল। প্রাণে পাই ব্যথা, শুনাইতে সে বারতা।
বালক যেমন শুনি' মেঘের গর্জ্জন,
সহসা কাঁপিয়া উঠে,
কেঁদে ছুটে জননীর কোলে ;
তেমতি কুমার করি হাহাকার
উন্মাদ সমান ছুটিল চৌদিকে।
সুগভীর দীর্ঘশ্বাস—
প্রকাশিল শোকের আবেগ।
অশ্রুজল বহিল প্রবল ধারে—
আত্মহারা ধাইল কুমার।

মন্ত্রী। আহা!
হৃদয় বিদরে শুনিলে এ শোক-গাঁথা।

কুল। হেরি উন্মাদ-লক্ষণ ধাইনু পশ্চাতে,
পথে যেতে হ'ল হত জ্ঞান।
বহু যত্নে লভিয়া চেতন,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি' কহিলা কুমার—
"অযোগ্য সন্তান আমি তাঁর,
পিতৃসেবা না ঘটিল মোর ভালে!"
পাষাণ হইয়ে দিনু জানাইয়ে
অন্তিম কর্ত্তব্য কিবা তাঁর ;
পুনঃ অশ্রুধার বহিল নয়ন-কোণে।

জয়া। আহা কঠিন বিধান এই নবীন জীবনে।

কুল। কতক্ষণে অশ্রুজল করি সংবরণ
ধীরে ধীরে আজ্ঞা দিলা যুবরাজ,

আয়োজন করিতে সত্বর
রাজার সৎকার্য্য হেতু।
অনুমতি তাঁর—বিনা সৈন্যগণ কেহ,
নাহি যাবে সাথে।
মিনতি করিয়ে চাহিনু যাইতে
কোন মতে সঙ্গে নাহি নিল;
মাত্র সৈন্যগণ সাথে
জম্বুপথে চলিলা কুমার।

মন্ত্রী। কি কঠিন লিপি বিধাতার।
সাধ্য কার—তিলমাত্র ভাঙ্গিতে গড়িতে?
হে সামন্তগণ! শুন দিয়া মন
যে কারণ করেছি আহ্বান সবে।
যেইরূপে মৃতভূপে পূজিতাম মিলে,
সেইরূপে হরিরাজে করিব রক্ষণ।
যুবক কুমার—
রাজ্যভার তোমাদের শিরে,
সিংহাসনে বসাইয়ে কুমারে,
রক্ষিব যতনে, শত্রুগণে রাখিব শাসনে।
তোমাদের ভুজ-পরাক্রমে
এ হেন দুর্দ্দিনে কাশ্মীরের স্বাধীনতা
অক্ষুণ্ণ রহিবে।
কহ সবে এ প্রস্তাবে কাহার কি মত?

জয়া। প্রশ্ন গুরুতর।
মম মতে সিংহাসনে [illegible]।

শাসনের ভার অতি গুরুতর—
সে ভার বহনে যুবরাজ বালক এখন।

কুল। বিচক্ষণ! অনুচিত হেন কথা!
হরিরাজ যদিও যুবক,
রাজকার্য্যে নহে অপারগ।
বিদ্যাবলে বুদ্ধিবল অতীব প্রখর,
তাহে সংগ্রাম-কৌশল
ভালমতে শিখেছে কুমার
অবিচার রাজ্যভার অপরে অর্পণ।
বিশেষতঃ অন্তিম শয্যায়
করেছ প্রতিজ্ঞা সবে নরপতি-পাশে,
'হরিরাজে বসাইব সিংহাসনে';
সে বচন ভুলিব কেমনে?
সত্যভঙ্গ মহাপাপ হইবে সবার।

মন্ত্রী। যুক্তিসিদ্ধ নহে এ বচন!
সবে মাত্র শূন্য সিংহাসন,
তাহে রমণীশাসন—
রিপুগণ পাইবে প্রশ্রয়—
রাজ্যময় ঘটাবে প্রমাদ

রাণী। না-না,
অন্যমত নাহিক আমার।
হিতাহিত তার অবশ্য বুঝিতে হবে।

মন্ত্রী। চল, সবে, রাজ্যময় দিই গে ঘোষণা।

শুভক্ষণে শুভলগ্নে পৌর্ণমাসীদিনে
যুবরাজ বসিবেন ধর্ম্মের আসনে।

[জয়াকর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জয়া। বৃথা আশা!
মন-আশা না পূরিবে মোর!
আশার কুহকে পড়ি
কি ফল লভিনু তবে হায়!
মনোসাধ মনেতে মিলায়—
লাভমাত্র—উদ্বেগ সদাই।
হৃদিবেগ ধরিতে না পারি,
আতঙ্কে শিহরি—
কেহ যদি চাহে মোর পানে।
কি কুক্ষণে—ওকি?
কেহ কি আসিছে হেথা?
পদশব্দ হয় অনুমান।
হারায়েছি জ্ঞান, পাপীমন সদাই আকুল।
কেহ কি জেনেছে?
কেহ কি শুনেছে?
না না—
অসম্ভব—অসম্ভব কথ
সে আশঙ্কা বৃথা,
স্বপনেও নাহি হবে অনুমান।
কি কুক্ষণে মোহের ছলনে
ঝাঁপ দিনু পাপের সাগরে।

কোথা পাব ফিরে
জীবনের পূর্ব্বশান্তি মোর ?
জ্বালিয়োয় নিবারি কেমনে ? [প্রস্থান।

(দধিমুখের প্রবেশ)

দধি। তা বটেই ত—রাজী সিংহাসনে না বসলে মনোজ্ঞ হবে কেন? দেখ্‌ছি এর ভেতর রকম আছে। আমি ভেবে ছিলেম সোজাসুজি, এখন বুঝেছি বিস্তর হিজিবিজি। নাঃ— তর্কে তর্কে ফিরতে হ'ল। শ্রাদ্ধ যখন এতদূর গড়িয়েছে, তখন তোমরা সব পার। আচ্ছা নড় চড়। শর্ম্মাও ঘাপটি মারতে দড়—বড় একটা সন্ধ ছাড়ছিনি। আমি তাই বলি, বসন্ত-উৎসবে এত কেন অনুরাগ? জম্বু যেতে মহারাণীর কত সোহাগ। ওঃ বাবা! এর ভেতর এত তাগবাগ!

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

জম্বু—শ্মশান।

(হরিরাজ ও সৈন্যগণ)

হরি। হায় হায়! সকলি ফুরাল!
একদিন যাঁর ভুজ-তেজে
শত্রুগণ কাঁপিত সভয়ে—
নতশিরে মানিত শাসন,
অরিন্দম সে রাজন নাহিক ধরায় আর।
ঐ ত নিবিল চিতা,
পিতা! পিতা!

কোথা গেলে ফেলে অভাগারে?
দেখ তনয় তোমার কাঁদিছে কাতরে।
দেখা দাও তারে—ভুলাও প্রবোধদানে।
বিষণ্ণ বদন হেরিলে আমার,
কাতর হইতে পিতা,
সে মমতা ভুলিলে কেমনে?
এস ত্বরা ঘুচাও বিষাদ,
নহে অবসাদ জীবনে আমার।
ওহো—উন্মাদ হয়েছি আমি।
কোথা পিতা—কে দিবে উত্তর?
চিতাধূম নীরব প্রমাণ তার।

(সৈন্যগণের প্রতি)

যাও সবে শিবিরে ফিরিয়া,
যাব আমি পশ্চাতে সবার। [সৈন্যগণের প্রস্থান।
এই ত শ্মশান—
মানবের চরম বিশ্রামস্থান।
কত জীব আসে—
পুনঃ পশে অসীম অনন্ত কালগ্রাসে।
খেলাধূলা দু'দিনের তরে,
কালচক্র-ফেরে পরমায়ু ফেরে,
ডুবে যায় অনন্তের কোলে।
তবে কেন স্নেহের বন্ধন?
আত্মীয় স্বজন
পরস্পর কেন বাঁধা স্নেহের নিগড়ে?

একি লিপি বিধাতার!
বার বার কেন এই প্রতারণা?
ভালবাসি যারে,
কেন প্রাণ কাঁদে তার তরে?
ভুলিতে না পারে,
জেনে শুনে কাঁদে নিরন্তর।
হায়! মম স্নেহময় পিতা
ভুলি সকল মমতা, চলি গেলা স্বর্গপুরে।
হেথা আমি সন্তান তাঁহার,
স্মরি' নাম তাঁর,
কাঁদিতেছি আকুল হইয়ে।
অজ্ঞানে ভ্রমের বশে—
কত দোষ করিয়াছি পদে,
যাচি নাই কখনো মার্জ্জনা।
এ বেদনা জানাব কাহারে?
পিতা! পিতা! কোথা তুমি এ সময়!
দেখা দাও—দেখা দাও অধমেরে,
ক্ষমা ভিক্ষা মেগে লব পদে।
পিতা! পিতা! দেখা দাও একবার!!

(চিতামধ্য হইতে কাশ্মীরপতির প্রেতাত্মা প্রকাশ)

ওকি ওকি!
একি দেখি সম্মুখে আমার—
ছায়াময়—কিম্বা কায়াময়!
শোণিত জ্বকায় হেরিয়ে ভীষণ ছবি।

দেব দৈত্য যে হও সে হও—
ত্বরা কথা কও—
কোন্ কার্য্যে আগমন হেথা তব ?
একি রাজবেশ ?
একি! পিতা! মহারাজ! কাশ্মীর ঈশ্বর!
কাঁপিছে অন্তর,
দোলে প্রাণ সন্দেহ-দোলায়।
একি স্বপনের খেলা—
কিম্বা হেরি প্রকৃত ঘটনা।
এই ত হেরিনু পিতা অনন্ত-শয্যায়,
রাজদেহ শয়ান চিতায়,
অগ্নিরাশি ধু ধু করি জ্বলিছে চৌদিকে ;
পুনঃ কোন্ কুহকের বলে
হেরি কায়াময় সম্মুখে উদয়।
সুধাও তনয়—কৃপায় উত্তর দাও দাসে।

প্রেতাত্মা। বৎস রে!
আমি রে জনক তোর।
কিন্তু আর নহি কায়াময়,
ছায়াময় প্রেতাত্মা এক্ষন।
আগমন—দানিতে সংবাদ তোরে ;
শোন তবে হয়োনা অধীর।
যে কাহিনী করিব বর্ণন—
কথামাত্র করিলে শ্রবণ,
কণ্টকিত হবে তব কলেবর।

লোমকূপে স্ফুলিঙ্গ খেলিবে,
হৃদিতন্ত্রী স্বকার্য্য ভুলিবে,
শোণিত-প্রবাহ
সহসা নিথর হবে নির্ম্মম আঘাতে।
হবে মনে প্রতিক্ষণে—
ধরিত্রী যাইছে সরি, চরণ হইতে।
শোন তবে—কালচক্র-ফেরে,
অনন্তসাগরে মিশে নাই প্রাণ মোর।
নরাধম বিশ্বাসঘাতক করে
ফুরায়েছে জীবলীলা মোর!

হরি। সেকি জয়াকর?

প্রেতাত্মা। সে পামর—
বিষদানে নাশিল আমায়ে।
নিমন্ত্রণ-ছলে আহ্বানিয়া নিজবাসে,
নরহত্যা—রাজহত্যা—অতিথি বিনাশ—
এককালে করিল দুর্ম্মতি;
নাহি তাহে ক্ষতি।
কিন্তু হায়! কি কব তোমায়—
কথা না জুয়ায় জানাতে ভীষণ ব্যথা
আপনার জেনে প্রাণমম
যার করে করিনু অর্পণ,
হলাহল দানি তার প্রাণে,
বিষময়ী করিল তাহারে।
উগারিয়া কালকূট

সে রমণী—কালকুণ্ডলিনী—
দংশিল আমায়—
তাই আজি প্রেতাত্মা দশায়
ভ্রমি আমি অনন্ত যাতনা সহি'।

হরি। পিতা! পিতা! বুঝিতে না পারি
কহ কথা কাহার উদ্দেশে।

প্রেতাত্মা। জননী তোমার!

হরি। ত্রিভুবন হ'ক ছারখার!
বজ্র! বজ্র! কোথা বজ্র এ সময়!
কালানল ছড়াও চৌদিকে,
সে আগুনে ভস্ম হ'ক পাপ বসুন্ধরা?

প্রেতাত্মা। পাপীয়সী পিশাচের সনে মিশি,
বিনাশ-মন্ত্রণা মোর করিল গোপনে,
নির্ব্বিবাদে ব্যভিচার করিতে সাধন।
সবে জানে, সেই দুরাচারে
অনুজ সমান পালিনু আপন করে;
প্রতিদান উপযুক্ত দিল তার—
ছি ছি ধিক্ এই কৃতঘ্ন সংসারে!

হরি। হৃদয় বিদরে—
আর জ্বালা সহে না পরাণে।

প্রেতাত্মা। সহিও না—সহিও না বাছাধন!
একবিন্দু রক্ত যদি থাকে ধমনীতে—
মোর তেজে জন্ম যদি হ'য়ে থাকে তোর—
ঋণ মোর অবশ্য শুধিবি,

জয়াকর-রক্তে করি প্রেতাত্মা-তর্পণ।
কিন্তু ক্ষমিও মাতারে তব।
কর তব কলঙ্কিত—
না করিও জননী-শোণিতে।
পাপের কণ্টক নিয়ত ফুটুক হৃদে,
পুড়ুক হৃদয়তন্ত্রী অনুতাপানলে—
শত বৃশ্চিকের জ্বালা সহুক সতত।
বৎস! বিদায় এখন—
এখনি প্রভাত আসি দিবে দরশন;
গত যেই জন,
সে আলোকে নাহি তার অধিকার,
যাই—যাই আমি ভুলো না পিতারে।

(প্রেতাত্মার অন্তর্দ্ধান)

হরি। কোথা স্বর্গ! কোথা মর্ত্ত্য,
নরক কোথায়!
ছি ছি ঘৃণা হয় এ জীবনে।
ধীরে—ধীরে কর আঘাত হৃদয়
শিরাগ্রন্থিচয়, দৃঢ় কর বন্ধন-নিচয়—
বল দাও এ বেগ ধরিতে!
পিতা! ভুলিব তোমায়?
পারিব না—পারিব না—জানিও নিশ্চয়,
যতদিন স্মৃতিশক্তি রহিবে আমার,
মুছিব হৃদয় হতে অতীত ঘটনা—
পড়াশুনা সকলি ভুলিব,

যৌবনে যতেক বিদ্যা করেছি অর্জ্জন,
বিসর্জ্জন করিব সকলি।
হৃদয়ের স্তরে স্তরে জ্বলন্ত অক্ষরে
লেখা রবে অনুজ্ঞা তোমার।
অন্যচিন্তা অবসান আজি হ'তে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজান্তঃপুরস্থ কক্ষ।

(জয়াকরের প্রবেশ)

জয়া। চিন্তাকুল মন
শান্তিলাভ না করে কখন
অনুক্ষণ দহিছে হৃদয়,
কত চিন্তা জাগিছে হৃদয়ে আজ।
ছি ছি ক্ষত্রকুলে দিয়ে লাজ
যেই কাজ করিনু হেলায়,
এ জগতে প্রায়শ্চিত্ত নাহি তার।
ভাবি বার বার অবস্থার বৈপরীত্য মোর
তস্করের প্রায় সদা সশঙ্কিত কায়,
পদশব্দে চমকে হৃদয়।
কেহ যদি আসে মোর পাশে,
কাঁপে প্রাণ ত্রাসে,
মনে হয় জেনেছে সকলে!

(পরিক্রমণ

ভাবিলাম মনে—
শ্রীলেখা বসিবে সিংহাসনে ;
অবসর বুঝিয়া গোপনে
হরিরাজে পাঠাইব শমন-সদনে,

যোগ্য জ্ঞানে প্রজাগণ বরিবে আমায়!
শ্রীলেখারে লয়ে সুখে কাটাইব কাল।
সে আশা বিফল—হলাহল জ্বলিল হৃদয়ে।
আগে কে জানিত, অবহেলি শ্রীলেখারে
বালক কুমারে বসাইবে সবে সিংহাসনে?

পরিক্রমণ

(শ্রীলেখার প্রবেশ)

শ্রীলেখা!
ফুরাল সকল আশা—বাড়িল পিপাসা—
এবে দুরাশা-সাগরে ভাসি।
পুত্র তব সিংহাসনে,
রাজমাতা তুমি সুলোচনে!
অভাজনে আর কি পড়িবে মনে?
মিলে দুইজনে যে কল্পনা করিনু গোপনে,
ফল তার কি হ'ল বল না?
শুধু মাত্র স্মৃতির তাড়না—
দুঃসহ যাতনা—অহরহ অন্তঃস্থল দহে।

শ্রীলেখা। এ কি কথা বল জয়!
ভুলিব তোমায়?
'ভবে পাপের সাগরে কা'র তরে
অবহেলে দিনু ঝাঁপ।
পরিতাপ করিনু কি কভু?
ছি ছি—তুমি কি নিষ্ঠুর!
এতদূর পুরুষে সম্ভবে বটে

রমণী-হৃদয় ভালবাসে যায়,
কায়মন বিকাইয়া পায়—
দাসী হ'য়ে রহে চিরদিন!
কলঙ্কে না ডরে—হীন কভু নাহি ভাবে
আপনারে।
হায়! হায়! পুরুষ অন্তরে—
এ কথা বুঝিতে নারে।

জয়া। ক্ষমা কর মোরে।
মনের বিকারে—দোষিনু তোমায় প্রিয়ে
পড়ে আজি মনে—কল্পনার তানে
কত আশা গেয়েছিনু দুইজনে।
সুখের স্বপনে—আছিনু আচ্ছন্ন দোঁহে
নিমেষের তরে জাগেনি অন্তরে,
হরিরাজে প্রজাগণ বরিবে আসনে।
প্রিয়ে! সভয় হৃদয়—
মনে হয় জেনেছে সকলে।
যেন সন্দেহ-নয়নে সবে চাহে মোর পানে,
দিনে দিনে বাড়িছে আতঙ্ক মোর।

শ্রীলেখা। ছি ছি জয়!
এ আশঙ্কা অযোগ্য তোমার।
হেন ভয়—হীনজনে শোভা পায়;
না সাজে তোমায়—
নাহি শোভে সেনাপতি জয়াকরে।
সংগ্রাম-তরঙ্গ-মাঝে

যে হৃদয় কাঁপেনি কখন—
সৈন্যের হুঙ্কারে নাচিত হৃদয় যার—
এ কি চমৎকার!
আজ তার এ কি ভাবান্তর?
আমি ত রমণী—বল দেখি শুনি,
হেন দুর্ব্বলতা পুরুষে কি সাজে কভু?
(তাঁর প্রতি) জান না জান না হৃদয়-বেদনা,
তাই কর উপহাস।
আর এবে নাহি সেই দিন—
শান্তিহীন, পাপের কিঙ্কর এবে।
যেই দিন নিজ হাতে, (শিহরি স্মরিতে)
যেই দিন নিজ হাতে,
হলাহল মিশাইনু সুশীতল নীরে,
পানপাত্র দিলে তুলে নৃপতির করে,—
সেই দিন—সেই দিন হ'তে,
অন্তর হইতে, সাহসে দিলাম বিদায়;
কাপুরুষ প্রায় রাখি দূরে আপনারে।
যদি হেরি হরিরাজে দূরে,
সভয় অন্তরে—
চলে যাই ফিরায়ে বদন।

শ্রীলেখা। ছি ছি!
হীনজনে দিয়েছি প্রণয় মোর।
কি লজ্জার কথা
কাশ্মীরের সেনাপতি যেথা—

অবসন্ন বালকের ভয়ে ?
এত ডর ছিল যদি মনে,
সিংহাসনে কেন করেছিলে সাধ ?
কেন রাজারে মারিলে—
কেন বা মজালে মোরে ?
হরিরাজে কেন এত ভয় ?
পুত্তলিকা প্রায় রহিবে সে সিংহাসনে।
জেনো স্থির মনে,
এ রাজ্যের তুমি রাজা—আমি রাণী।

জয়া। সত্য তব বাণী।
আর লজ্জা নাহি দাও সুহাসিনি !
বুঝিলাম ঘটিয়াছে মতিভ্রম মোর ;
বৃথা ঘোর হৃদয়ে আমার।
আজি হতে নূতন সংসার !
কুচিন্তার নাহি অধিকার—
বার বার আর না ভাবিব।
ভাবিতে উচিত ছিল—
উচ্চ আশা রোপিনু হৃদয়ে যবে—
স্বহস্তে পাপের পথ করিনু উন্মুখ
এস তবে—এস পাপ !
ব'স এ হৃদয়ে—দুর্ব্বলতা ঘুচাও আমার,
আজি হ'তে ক্রীতদাস হইনু তোমার—
প্রভু সম সেবিব যতনে !
দোষাদোষ নাহি এ সংসারে।

আত্ম-উন্নতির তরে ভ্রমিতেছে সদা নর।
কেন তবে পাইয়ে সুযোগ,
রাজ্যভোগ ত্যজিব হেলায় ?
প্রিয়ে ! কে বলে অবলা নারী ?
শক্তির আধার নারী ভুবন মাঝারে !

শ্রীলেখা। জয় ! জানাব কাহায়
কত যে করিলে সুখী।
এই গুণে বাঁধা আমি তব পাশে।
পথশ্রমে ক্লান্ত তুমি অতিশয়,
কর গে বিশ্রাম ক্ষণেক,
দেখা দিব সুযোগ বুঝিয়া !
বৃথা চিন্তা না আনিও মনে ;
জম্বুর রহস্যকথা—
উপকথা সম কোরো জ্ঞান।

জয়া। চিন্তা অবসান—
খুলিয়াছে নূতন নয়ন।

[উভয়ের প্রস্থান

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

হরিরাজের কক্ষ।

(হরিরাজ ও কহ্লন)

হরি। কহ্লন!
দিন যায় দিন আসে;
কিন্তু যেই অনন্তসাগরে মিশে,
সে ত আর আসে না ফিরিয়ে।
তত্ত্ব বোঝা ভার—এ রহস্য অতি চমৎকার;
আমি কার—কে আমার,
আমিই জানিনে।
এ জীবনে কি শিক্ষা লভিনু তবে?
না না—শিখেছি অনেক!
প্রেমের সংসার—প্রেম-পারাবার—
উথলে মানব-হৃদে;
সেধে সেধে প্রাণ-বিনিময়
সুখের সংসার হেথা হ'তে কোথা আর?
কার্য্যস্রোতে নর ভেসে যায়—
যদি হেরে তরঙ্গ সেথায়,
ধেয়ে যায় লইতে আশ্রয়—
রমণী-হৃদয়-বন্দরে;
মনে করে নাহিক জীবনে ভয় আর।
হাসি পায় হেরিয়ে ব্যাভার।
কি রঙ্গ অনঙ্গ করে খেলা।

কহ্লন। সখা! প্রতারণা প্রবঞ্চনা—
আছে সত্য মানব-হৃদয়ে।
কিন্তু—সরলতা পবিত্রতা নাহি কি তথায় ?
ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু-মাঝে—
যত জীব আছে, মানবে, প্রধান তার ;
গুণের আধাররূপে নির্ম্মিত সে জন।
যদি কোন জন—পাপচিন্তা করি অনুক্ষণ,
হারায় সে অপার করুণা ;
সমগ্র মানবজাতি দোষী কেন তায় ?
সখা! দৃঢ় কর আপন হৃদয়,
বিশ্বাসের মূলে কোরো না কুঠারাঘাত।

হরি। বিশ্বাস ? কাহাকে বিশ্বাস—
মানব-হৃদয়ে ?
সে বিশ্বাস নাহিক ধরায়!
কহ্লন!
দেখেছ কি কভু কালের কুটিল হাসি ?
দেখেছ কি নীরব শ্মশান -
দেখেছ কি জলন্ত চিতায় আপন পিতায় ?
কেঁদেছ কি আপন হারায়ে ?
দেখেছ কি—
অগ্নিরাশি হ'তে প্রেতাত্মা উঠিতে
জলদস্বরেতে জানাতে রহস্য কথা ?
কৃতঘ্নতা ছত্রে ছত্রে যাহাতে প্রকাশ ?
শুনেছ কি জননীর [illegible] ?

তা' যদি শুনতে—তা যদি দেখিতে—
তবেই বুঝিতে—বিশ্বাসের স্থান এই নয় ?
মরীচিকা নারীর প্রণয়,
তৃষাতুর ধায়,
ফেলে তা'য় নিরাশ প্রান্তরে।

কহ্লন। জানি সখা,
যে বেদনা হৃদয়ে তোমার।
কিন্তু কি উপায় তার ?
বিধিলিপি কে পারে খণ্ডিতে ?

হরি। দয়ার আধার,
বিধাতার এ নহে আচার—
পিশাচের কার্য্য কিবা তবে ?
দীনজ্ঞানে—প্রাণপণে করিনু পালন যারে,
খুলে দিনু বিশ্বাস-ভাণ্ডার,
সময় বুঝিয়া,
সেই যদি দংশে আসি হিয়া ;—
সতী যদি পতিরে ভুলিয়া,
সঁপে প্রাণ অপরের করে ;—
এ সংসারে কি সুখে রহিবে নরে ?
জগৎ টুটিবে—পরমাণু হবে ;—
সৃষ্টি লয় পাবে—
অনন্ত সলিল-স্রোতে।

কহ্লন। ভুল শোক সখা !
অতীতের স্মৃতি ডুবাও বিস্মৃতিনীরে ;

ফিরে ফিরে আর নাহি কর উত্তেজনা!

হরি। জান না জান না—
ভুলিবার নহে এ ঘটনা
শ্মশান প্রান্তর! সেই স্বর!
জাগরণে শয়নে স্বপনে,
প্রতিক্ষণে জাগিছে হৃদয়ে।
পুত্র যদি পিতৃ-আজ্ঞা নাহি মানে,
পিতৃবৈরি-নির্যাতনে—
অলস যদ্যপি কভু হয়,
সন্তান সে নয়—তুষানল প্রায়শ্চিত্ত তার।
হের সখা, যতনে রেখেছি হৃদে
প্রতিমূর্ত্তি পিতার আমার।
হেরি' বার বার, নিস্তেজ হৃদয়মাঝে—
হয় পুনঃ বলের সঞ্চার;
হবে না কি? হবে না কি পূর্ণ মনোরথ?
আশাপথ কভু না ছাড়িব।

[বেগে প্রস্থান।

কহ্লন। এ কি উন্মাদ-লক্ষণ?
যাহা হ'ক দেখিতে উচিত।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদপশ্চাৎস্থিত পথ।

(দধিমুখের প্রবেশ)

দধি। যা ভেবেছি, তাই। সেদিন যখনি দেখ লেম, অতটা হাত পা খেঁচুনি, তখনি জানি, "ধরি মাছ না ছুঁই পানি!" আচ্ছা, বিধাতার কি মার! মুখখানা যার যত চাঁদপানা, প্রাণটা তার তত গরল পোরা, রূপও ফোটে—ভোমরাও জোটে, মধুও লোটে। যখন ধরা পড়েম সটেপটে—পাপের ভরা জমি নেয় গেঁটে গেঁটে! বাঁধনটা ফেলেন কেটে, নয় ত শেষ করেন বিষের চোটে। এ দেখছি শেষটা। কিন্তু পথে কাঁটা—রাজকুমারটা। হালফিল তারি জন্যে বোধ হয় বুদ্ধি আঁটছেন এটা সেটা। ঠিক হ'য়েছে! তাই বলি, সকাল মোটে পাঁচটা—পদব্রজে মহারাণীর কুঞ্জে খিড়কী দিয়ে সেনাপতি ম'শায়ের প্রবেশ কেন? ফিরবেনও এই পথে দিয়ে! নেড়ে চেড়ে দেখ্‌তে হ'ল।—এই যে মেঘ না চাইতেই জল! সেনাপতি ম'শায় সশরীরেই এইদিকে আসছেন।

(জয়াকরের প্রবেশ)

জয়া। কি দধিমুখ, এতে প্রাতে এরূপ নির্জ্জন স্থানে কি অন্বেষণ কচ্চো?

দধি। কে ও সেনাপতি মশায়? অভিবাদন করি। টেকেছিল গণ্ডাকতক কড়ি, বামুনে কপাল সেও ভাবলে সরে পড়ি; আর আমি এখন খুঁজে খুঁজে মরি। ভারি দিকদারি হ'য়েছি ম'শায়!

জয়া। তোমার অসুস্থতা দিন দিন বৃদ্ধি হ'চ্ছে দেখছি। স্বর্গীয় মহারাজের যত্নে তোমার রোগ অনেক উপশম হয়েছিল, তাঁ'র বিয়োগেই বোধ হয় তুমি এই অবস্থাপন্ন ?

দধি। একান্ত বিপন্ন, আপনি আমার প্রাণটা তন্ন তন্ন করে দেখেছেন। ম'শায়ের কি দয়া! কঠোরতার ছায়ামাত্র নাই। আহা, আমি এখন পথের কাঙ্গাল!

জয়া। কেন ? নবীন-ভূপাল কি তোমায় যত্ন করেন না ? হরিরাজ ত শৈশবে তোমার ক্রোড়েই পালিত।

দধি। আর কি মনে পড়বে তত ? হরিরাজের পরিবর্ত্তে আপনি যদি রাজসিংহাসনে কিছুদিন বস্‌তেন, তা' হ'লে সব দিকেই মঙ্গল হ'ত। বল্লে না বিশ্বাস কর্‌বেন সেনাপতিম'শায়, আপনার কপালে রাজদণ্ড আছে।

জয়া। (স্বগত) কেন মন উচাটন উন্মাদ প্রলাপে ?

অথবা এ ভবিষ্যৎ বাণী !

নিগূঢ় কাহিনী—উন্মাদ রসনা ভাগে !

(প্রকাশ্যে) কেন, হরিরাজ ত নিতান্ত শিশু নন ? রাজকার্য্য-পরিচালন তাঁর পক্ষে দুরূহ কার্য্য নয়।

দধি। হাঁ, পাঁচজনেও তাই কয়; কিন্তু পরম্পরায় শুনলেম, মহারাণীরও ইচ্ছে ছিল যে, দিনকতক আপনিই রাজকার্য্য-পরিচালনা করেন।

জয়া। হাঁ—না, কৈ, এরূপ তো কোন কথাই হয়নি। এরূপ কাহিনী তুমি কোথা থেকে শুনলে ?

দধি। কে যেন বল্লে। তা যাক্ সে [illegible] আপনিই রাজ

জানেন না, তখন আরও কথা কাজ কি তুলে? তা' মশায়! এত ভোরে এধারে কোথায় গমন করেছিলেন?

জয়া। আমি—হাঁ, আমি স্বচক্ষে সৈন্যগণের সতর্কতা সম্বন্ধে গোপনে পরিদর্শন করিতে গিয়েছিলাম। দুর্গরক্ষী ও অন্তঃপুর-রক্ষীগণ স্ব স্ব কার্য্য নিয়মিত সম্পাদন কর্‌ছে কি না, তাই দেখাই উদ্দেশ্য। ভাল দধিমুখ, তবে এখন আমি চল্লেম। এখনি আমাকে আবার কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হ'তে হবে।

দধি। সেনাপতি ম'শায়, আজ আপনার মুখ অত মলিন কেন? দেখে বোধ হচ্ছে, রাত্রে ভালরূপ নিদ্রা হয় নি।

জয়া। নিদ্রা আমার পক্ষে- হাঁ, সত্যই ভাল নিদ্রা হয়নি। গুরুতর রাজকার্য্য-চিন্তায় কাল রাত্রে নিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হয়েছিল বটে। আচ্ছা, তবে এখন আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

দধি। ইঁদুর কলে পড়েছে! রাজকার্য্য—না আত্মকার্য্য? এর দেখ ছি অনিবার্য্য লোভ! যখন রাণী সহায়, তখন কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা বলা বড় দায়! কাউকে ফল নেই এখন বলায়, শুধু কথা কি দাঁড়ায়? তাতে লোকেজানে পাগল আমায়! কিন্তু যদি প্রাণও যায়—কাঁটাটীও ফুটতে দেব না হরিরাজের পায়! দেখিইনা কোথাকার জল কোথায় গড়ায়? হরিরাজ নেহাৎ এক বগগা; একটী দাগা পেয়ে একেবারে মুসড়ে গেছে! যদি সত্যি ঘটনা শোনে, সে তা হ'লে বোধ হয় এক দণ্ডও বাঁচেনা! আর যে রকম ভাবে দিন কাটাচ্ছে, তাতে আর সেনাপতি ম'শায়ের বেশী কষ্ট কর্‌তে হবে না; নবীন ভূপাল নিজেই নিজের জঞ্জাল দূর কর্‌বেন। কিন্তু সে

কাজটী করতে দেওয়া হবে না। হরিরাজের সঙ্গে অরুণার বিবাহ হলে তার মতি স্থির হ'তে পারে, আর তা'হলে রাজ-কার্য্যেও মন বসতে পারে। ঠিক হয়েছে; মন্ত্রী ম'শায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে এই সুবুদ্ধিটাই সমজান যাক্ গে। ঈশ্বর করেন, আমার অষুধ ধরে! তা'হলে এই নরকের কীট দুটো আপনার জালে আপনি জড়িয়ে কেমন ঘুরপাক খায়, তাই একবার প্রাণ ভ'রে দেখি। এখন যাই, মন্ত্রী ম'শায়কে একবার দর্শনটা দিইগে। [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রণা-গৃহ।

(মন্ত্রী আসীন)

মন্ত্রী। কি হ'ল—কি হ'ল—
কিসে হবে রাজ্যের কুশল;
বিশৃঙ্খল হেরি চারিদিকে।
রাজার বিয়োগে—
একযোগে হরিরাজে বরিনু আসনে,—
শূন্য প্রাণে উদ্যানে বসতি তাঁর।
অনুরোধ—আকিঞ্চন,
উদ্দীপন না করিল তাঁরে
হেরি রাজা উদাসীন,—
অসীম সাহসে নত রিপুগণ,
গৌরবে তুলিছে পুনঃ শির
নিত্য ভাবি কি করিব স্থির

(দধিমুখের প্রবেশ)

মন্ত্রী। দধীমুখ! কি মনে করে? আমি এখন বিশেষ ব্যস্ত আছি। তোমার সংবাদ শীঘ্র জ্ঞাপন করে অবসর হও। মন্ত্রীগৃহে উন্মাদের কি প্রয়োজন?

দধি। বলি, আমি ত মার্কামারা উন্মাদ আছিই, কিন্তু ম'শায়ও ত জ্ঞানের জাহাজ হ'য়ে বেজায় আবল তাবল বক্‌ছেন। বল্‌ছিলেম কি, খুব লম্বা চওড়া চোদ্দ পো ওসারে মন্ত্রণাই ত চিরকালটা ধরে করে এলেন; দুটো একটা শাদা কথা মাথায় আন্‌বেন কি?

মন্ত্রী। তোমার যদি কিছু বল্‌বার থাকে ত বল। কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় আমার মস্তিষ্কবিকৃত হবার উপক্রম হ'য়েছে। তোমায় তো মহারাজ ভালবাসেন, যাতে রাজকার্য্যে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করেন, এর একটা উপায় কর্‌তে পার?

দধি। ও হরি! "হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল।" মুরুব্বিটা ধরেছেন ভাল। বলি তা নয়—তা নয়, কিঞ্চিৎ গোড়া ঘেসিয়ে কোপ মার্‌তে পারেন? তা হ'লেই ঐ বাঁকাচুরোগুলো সব সরল হ'য়ে আসে।

মন্ত্রী। তোমার পাগ্‌লামি আমি বুঝতে পারিনি। স্বীকার করি, পিতৃশোক অতি হৃদয়-বিদারক, কিন্তু তা বলে প্রজাদেরও ত মুখপানে চাওয়া কর্ত্তব্য। রাজার প্রধান ধর্ম্ম, প্রজাদের রক্ষা করা।

দধি। ম'শায় গো! ওসব বাঁধা বুলীতে আর কিছু হচ্ছে না। এই শাদা কথা শুনুন বলি, অরুণার সঙ্গে মহারাজের সম্বন্ধ ত স্থির করাই আছে, তবে এই অবসর বুঝে বিবাহ কার্য্যটা সেরে

নিন্ না। গুণবতী স্ত্রী ছেঁদো কথার অপেক্ষা অনেক শীগ্‌গির মনোবেদনা দূর কর্‌তে পারে।

মন্ত্রী। এ অতি উত্তম পরামর্শ বটে। আমি এখনি সামন্ত কুলধ্বজের সহিত এ বিষয়ের যুক্তি কর্‌বো। এই যে সামন্ত মহাশয়ও এই দিকেই আস্‌ছেন।

দধি। তবে ম'শায়, আপনারা কথা ক'ন আমার একটু কাজ আছে, আমি এখন আসি। (স্বগত) ছোট বামুন ছোট, দু'জনে পড়ে জেরা কর্‌তে সুরু কর্‌লে, মুখ দিয়ে আবার কি বেরুতে কি বেরিয়ে পড়বে।

(কুলধ্বজের প্রবেশ)

মন্ত্রী। সামন্তপ্রবর! শুভক্ষণে তব আগমন।
চিন্তায় ব্যাকুল মন,
হিতাহিত বুঝিতে না পারি;
কিসে করি ভূপতির শোক-বিমোচন?
পিতৃশোকে অধীর ভূপাল—
শোকভার এখন প্রবল।
মম মতে কর্ত্তব্য এখন—
শুভদিন করি নির্দ্ধারণ,
নরপতি-করে—অরুণারে করহ অর্পণ।
বিশেষতঃ স্বর্গীয় ভূপতি—
এ বিবাহে লভিবেন প্রীতি,
এই যুক্তি বিধান এখন।

কুল। মন্ত্রীবর! অমৃতে অসাধ কেবা করে?
রাজরাণী হইবে নন্দিনী—

অবশ্য সৌভাগ্য বলে মানি ;
মনে জানি-অন্যমত নাহি হবে কা'র
শৈশব হইতে একত্রে পালিত দোঁহে,
কত খেলা খেলিত দুজনে ;—
আনন্দিত মনে বরবধূ সাজিত যুগলে।
উভয়ের হেরিয়া আচার—
সবে চমৎকার, আনন্দ অপার রাজপুরে।
হরষিত নৃপমণি কহিলা আমারে,
হরিরাজ সনে উদ্বাহ-বন্ধনে
বাঁধিবেন অরুণারে।
অবিদিত নহে কথা কাশ্মীরনগরে।
কিন্তু ভয় হয় মনে, বসি সিংহাসনে,—
হরিরাজ-মনে—ঘটে থাকে যদি ভাবান্তর ?

মন্ত্রী। বৃথা চিন্তা কর সুধীবর !
লক্ষ্মীরূপা তনয়া তোমার,
রূপে গুণে অতুলনা মহীতলে।
বিশেষতঃ জ্ঞাত সর্ব্বজন,
শৈশবের সখ্যতাবন্ধন—
যৌবনে প্রণয়রূপে হয় পরিণত !
জেনো স্থির মনে, এ মিলনে—
সন্তপ্ত পরাণে ঢালিবে শান্তির ধারা।

কুল। করেছি মনন—
করিব গমন তীর্থ-পর্য্যটনে
যাইবার আগে,

অভিপ্রায় বুঝিয়া গোপনে,
অর্পিব তনয়া মোর হরিরাজ-করে।

মন্ত্রী। মণি-কাঞ্চনে যোগ হবে রাজপুরে।
চল এবে যাই সভাস্থলে।　　　　[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কুলধ্বজের উদ্যান।

(অরুণা আসীন)

অরুণা। ডোবে ভানু-পশ্চিমগগনে—
রক্তিম-বরণে হাসিছে অম্বরদেশ,—
আহা কিবা বিমোহন ছবি!
ফুলকুল হাসিয়া আকুল—
গাহিছে প্রেমের গীতি,—
সুখস্মৃতি জাগায়ে হৃদয়ে।
ধীরি ধীরি বহিছে অনীল,
তিল তিল সৌরভ করিয়ে চুরি।
সরোবরে হাসে কুমুদিনী
নিশামণি-আগমন হেরি'।
এত আভা ধরে না হৃদয়ে,—
তাই বুঝি প্রকৃতিসুন্দরী—
ছড়ায়ে মাধুরী, হাসায় মেদিনী শ্যামা,
মনে হয় যে আছে যথায়,
ডেকে তা'য় দেখাই এ শোভা।

কুমার কোথায়? আহা!
ক্ষিপ্ত প্রায় রহে পিতৃশোকে।
আর নাহি আসে মোর পাশে,
সুধাভাষে আর নাহি তোষে মোরে।
দেখা যদি হয়, শূন্যদৃষ্টে চায়,—
ছলছল করে আঁখি দুটি।
সাধ হয় লুটি' পদতলে।
কহি দুটী কর ধরি,—
"কেন নাথ! ভুলিলে এ অধীনীরে?"
সাধ হয়, সে প্রাণের কালি,
মুছে ফেলি ঢালি শান্তিবারি।
হায়! আশায় আশায় দিন বহে যায়;
কতদিনে পূরিবে বাসনা,—
এ যাতনা কতদিন সব আর?

গীত

(ওগো) কেন গো কাঁদায়।
মরমের ব্যথা যত জানে ত সে সমুদয়।
(তবু) কেন গো কাঁদায়!
নিশিদিন পথ চাহি, নীরবে যাতনা সহি,
তবু সেত একবার ফিরে নাহি চায়।
জনম কাঁদিতে শুধু কাঁদিয়ে কাটিয়ে যায়॥

(হরিরাজের প্রবেশ)

হরি। একদিন এই স্থানে স্নিগ্ধ হ'ত প্রাণ,
প্রণয়ের তান জাগিত হৃদয়ে:

ফুরায়ে গিয়াছে সেই দিন!
কতদিন সন্ধ্যা আগমনে,
অরুণার সনে বসিতাম সরসীর কূলে,
নীরব প্রকৃতিসনে—
নীরব প্রণয়স্রোত বহিত হৃদয়ে।
মৃদুগীতি গেয়ে যেত সুখ-সমীরণ—
শৈশবের কত কথা শুনে যেত সুখে।
মুগ্ধ হ'য়ে শুনিত অরুণা—
তিলেক ভাবনা ছিলনা হৃদদে কভু।
সেই আমি—সেই সব—
সেই সরসীর তীর—
একি! অরুণা রয়েছে হেথা

অরুণা। কুমার!

হরি। ডাক আবার,
বহুদিন শুনি নাই কথা।
এ প্রাণের ব্যথা
কি দিয়ে জুড়াই সুলোচনে?
ধিকি ধিকি যে আগুন জ্বলিছে অন্তরে,
আছে কি সংসারে হেন শান্তির নির্ঝর,
ডুবি' যাহে নিবাই এ জ্বালা?
শুন বালা! উন্মত্ত হ'য়েছি আমি;
আমি আর নহে ত আমার,
শূন্যাকার হেরি এই ধরা—
অনন্ত তিমিরে ঘেরা অন্তর আমার।

অরুণা। বৃথা তিরস্কার কেন কর অপনারে ?
কতদিন বলেছ আমারে,
চিরদিন তরে কেহ নাহি আসে ভবে।
তবে আজি শোকের আবেগে—
কেন ভোল নিজ উপদেশ
দেখ চেয়ে জননীর পানে—
কাতর-নয়নে চাহিছেন তব মুখপানে।
বিষাদ প্রতিমা—কাঁদিছে সুরমা,
তুমি না ভুলা'লে
কে আর ভুলাবে বালিকারে

হরি। রমণীর শোকের উচ্ছাস ?
উপহাস উপহাস! শোকাভাব তা'র—
বিলাসের ব্যতিক্রম হেতু।
রমণীর হৃদয় কোথায় ?
স্বার্থময় প্রাণ,
হাসে কাদে স্বার্থের চালনে।
বুঝিতে না পারি,
কেন বিধি রমণী আকারে—
মূর্ত্তিমতী পিশাচিনী সৃজিলা সংসারে।
নহে, বিলাসের তরে—
নরকে না ডরে কেন নারী ?
সরম পাসরি, কুলে কেন দেয় জলাঞ্জলি ?
কেন ছেঁড়ে স্নেহের বন্ধন ?
কেন ভোলে আপন নন্দন ?

কোন্ প্রাণে বলি দেয় আপন স্বামীরে ?
ছি ছি !
কোন্ সাধে চাহে নর রহিতে সংসারে ?

অরুণা। কুমার ! কুমার ! নাহি জানি
কোন্ দোষে দোষী দাসী পদে।
কেন আজ এত তিরস্কার ?
এ বিকার কেন বা হৃদয়ে ?

হরি। অরুণা ! ভুলে যাও অভাগারে ;
এ সংসারে মিলন না হবে কভু।
তুমি সতী সরলা ললনা, পাপের ছলনা—
বোঝ না বোঝ না বালা।
এ সংসার পাপের আগার,
হিংস্রজীব সম পুরুষ-আচার,
পিশাচিনী রমণী আকারে।
যাও বালা অমরনিবাসে,
দেবাঙ্গনা-পাশে—
পাপ ধরামাঝে বসতি না কর আর।
যাও—যাও, হেথায় না রহ আর।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

অরুণা। পায়ে ধরি—ক্ষণেক অপেক্ষা কর।

হরি। নহে হেথা—ঐ সেথা—
দেখা হবে অতঃপর।

[বেগে প্রস্থান

অরুণা। দিয়ে নিধি,

এ কি বিধি! ছলনা তোমার।

প্রাণেশ্বর!

কোন্ দোষে ফেলে গেলে অভাগীরে?

দিয়ে দেখা হ'লে অদর্শন—

ধিক্ প্রাণ—নাহিক মরণ!

(সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ। গীত।

নিমেষের তরে সরমে বাধিল বলি বলি বলা হ'ল না।

মরমের কথা মুখে মিলাইল, আশাটুকু শুধু গেল না॥

অথবা জানে সে আছি যে দশায়,

জেনে শুনে তবু আমারে কাঁদায়,

চুরি করে প্রাণ হেসে চলে যায় মুখে মধু হৃদে ছলনা॥

১ম সখী। কহ লো স্বজনি,

দিবস রজনী নিত্য কি এ ভাবে যাবে?

অরসিক-করে প্রাণ বিকাইয়ে

কাঁদিয়ে কি সুখ পাবে?

অরুণা। সখি! নিবার লো সঙ্গীতের ধ্বনি.—

গুণমণি ত্যজেছেন মোরে।

সুখসাধ ভেঙেছে আমার,

খুলে নে লো ফুল-অলঙ্কার;

ফুলহার ফণিসম দংশিছে হৃদয়ে।

পূর্ণিমা-নিশায় মিলন আশায়
নিত্য চাহি শশধর-পানে।
তাই বুঝি আজি এ দুর্দ্দিনে,—
বিদ্রূপের ভাণে—
হাসি হাসি পূর্ণশশী উদিল ত্বরায়।
সই রে! জানাব কাহায়—
ক্ষুদ্র হৃদয় যত জ্বলে মরম ব্যথায়!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজ-অন্তঃপুরস্থ প্রমোদ কানন।

(সুরমা)

নীল আকাশে কিরণ হাসে,
কি নব আবেশে পরাণ ধায়।
মলয়-পরশে ঢলে ফুল হেসে,
নিশাকর পাশে মিলিতে চায়॥
সাধ হয় মনে, তারকা সনে,
ধীরে ফুটে উঠি সুনীল গগনে,
ললিত লহরী তুলিয়ে সুতানে,
জোছনা কিরণে মিলাতে কায়॥

সুরমা। একটী——দুটী——তিনটী তারা উঠেছে। নীল আকাশে হীরের মত জল্‌ছে। আচ্ছা, তারাগুলো কি? বোধ হয় স্বর্গের ফুল। আহা, যদি ফুল পেতুম, সাধ পূরে একছড়া মালা গাঁথতুম। হাস্‌তে হাস্‌তে মালা নিয়ে দাদাকে গিয়ে বল্‌তুম—দাদা, মালা পর, তোমার সব দুঃখ নিবে যাবে! আচ্ছা, দাদা আমার এমন হ'ল কেন? আগে আমায় দেখ্‌তে পেলে দাদা একমুখ হাস্‌তো, আমি মালা দিলে কত আমোদ করে নিত, আমায় কত ফুল তুলে দিত। কেন আমায় দেখলে দাদা এখন

পালিয়ে যায়? কথা কইলে চোক ছলছল করে কেন? কবে আবার দাদা হাস্‌বে, তেমনি করে আবার আদর কর্‌বে! আমার কান্না আস্‌ছে।—না না, আমি একটি গান গাই।

গীত।

কারে মজাইতে, আজি এ নিশীথে,
পঞ্চমেতে পাখী গাহিছ গান।
বিরহ-শয়নে, কে কোথা শুয়েছে,
কার হৃদি-মাঝে জাগিছে তান॥
মোহিনী ঝঙ্কারে; হৃদয়ে'র পরে,
আন কোন্ স্মৃতি ছুঁয়ে কোন্ তারে,
মরমের কথা, সরমের লতা,
কারে দিয়ে ব্যথা জুড়াবে প্রাণ॥
বসন্ত-পবনে, ফুটন্ত গগনে,
কোথা ফোটে ফুল চাহে কার পানে,
দীরঘ রজনী, আকুলা কামিনী,
নীরবে রোদন নীরবে মান॥

না—আজ গান গাইতেও ইচ্ছে কর্‌ছে না। অরুণা এখনও এল না কেন? আহা, দাদার জন্যে ভেবে ভেবে সেও দিন দিন কেমন হ'য়ে যচ্ছে। কেন এমন হ'ল? যাই,—গোটাকতক ফুল তুলে অরুণাকে দিই গে। [প্রস্থান।

(কহ্লনের প্রবেশ)

কহ্লন। আজি মনে হয়, শৈশবের সব কথা।
মনে মাই জননীর কোল [illegible]

জ্ঞান হ'ল জনকের স্নেহময় কোলে।
হেরিলাম সুন্দর সংসার,
শোভার আগার ;
পিতৃস্নেহে বর্দ্ধিত হইনু দিনে দিনে।
রাজবংশে লভিয়া জনম, রাজ অনুগ্রহে,
রাজপুত্র সনে বাস।
হরিরাজ সোদর সমান,—
স্নেহবান্ আশৈশব ;
ভ্রাতৃস্নেহ যতনে দানিল মোরে।
সুখে দিন যায়—সহসা অশনিপাত !
অসুপাত হইল পিতার—
অশ্রুধার বহিল নয়ন-কোণে।
সুধাভাষে ভুলায়ে আমায়—
পিতৃস্নেহ প্রদানিল নরপতি।
দুর্ভাগ্য আমার,
জনকে হারায়ে হারানু পালকে পুনঃ।
হাসিমুখ হেরিলে যাহার,
ঘুচে যেত হৃদয়বিকার,
হাহাকারে কাঁদিল সে জন।
ক্ষুব্ধ মন,—হরিরাজে সান্ত্বনা-কথায়—
ভুলাইতে করিনু যতন।
বৃথা আকিঞ্চন—শুনিলাম ভীষণ কাহিনী।
নিমেষ না দেখিলে আমায়
যুগপ্রায় বোধ হ'ত যায়,—

আজি তার হৃদয় আঁধার,
উন্মত্তের প্রায়—
ভ্রমে সদা অধীর-হৃদয়।
বুঝি হায় ধূমকেতু আমি!
যথা আমার উদয়—শান্তি চলে যায়,
হাহাকার শুনি চারিধারে।
কি সুখেতে রহিব সংসারে—
মরণ মঙ্গল মম।

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা। কহ্লন! হেথা তুমি রয়েছ বিজনে?
দাদা কোথা? কেন নাহি দেখি তাঁরে?
কি বেদনা অন্তরে তোমার?

কহ্লন। রাজবালা!
কি জানিব কত জ্বালা হৃদয়ে আমার!
অগ্রজ তোমার—হৃদয়ের হার মম!
হেরি তাঁর বিকল অন্তর—
হৃদয় কাতর, মনে হয় সংসার আঁধার।
হেরি যদি হাসিমুখ তাঁর
জীবন আমার অবহেলে পারি দিতে।
কি সুখেতে হাসিব বল না?
রাজপুরে আর কেহ নাই, যার মুখ চাই;
যতনে যে করিবে আদর।

সুরমা। কেন গো কাতর?
আমি ভালবাসি [illegible]

সাধ হয়—
দিবানিশি রহি তব সাথে,
শুনি তব মধুময় বাণী।
দিবস রজনী—কি জানি কি যেন মনে হয়
দাদার এ ভাব, মাতা অন্যমনা,
তোমার মলিন মুখ,
অরুণার ছলছল আঁখি,—
যে দিকে নিরখি,
সেথা দেখি বিষাদের স্রোত!
ভাবান্তর কবে হবে,
হাসিমুখ দেখিব সবার?

কল্লন। রাজবালা! না হও বিকলা!
অচিরে তিমির দূরে যাবে,
সুখরবি আবার উদিবে,
শান্তির কিরণ—
আবার ঝরিবে রাজপুরে।

সুষমা। আহা! তাই যেন হয়!
চাহি যবে দাদার বদনপানে,
ব্যথা আসে প্রাণে; মানা নাহি মানে,
অশ্রুধার অলক্ষ্যে নয়নে বহে।
দেখ একা রহি, নীরবে প্রাণের ব্যথা সহি;
কেহ নাহি চাহে মোর পানে।
কল্লন! ভালবাস তুমি মোরে?

কল্লন। রাজবালা!

কে আছে এমন—যতন না করে তোমা ?
যাও বালা—রজনী বাড়িছে ক্রমে।

সুরমা। যাই তবে ;—
বোলো তুমি দাদারে আমার,
ছোট বোন্‌টী তাঁহার—
কত কাঁদে তাঁর অদর্শনে। [সুরমার প্রস্থান।

কহ্লন। (স্বগত) স্থির হও হৃদয় আমার।
আশা কুহকিনী !
হৃদয়-দর্পণে কেন ধর বিমোহিনী ছবি !
রাজবালা !
ভালবাস অভাগায় ?
বালিকার চপল কথায়,
কেন আজি হৃদে আশা গায়।
সরলা প্রতিমা ! দীন আমি ;
কিন্তু সাক্ষী অন্তর্যামী—
তুমি মম উপাস্য জীবনে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

(জয়াকর ও শ্রীলেখা)

শ্রীলেখা। দেখ চেয়ে,—
সময়ে সুফল কত ফলে।
ভীরু তুমি ভেবেছিলে মনে

হরিরাজ সিংহাসনে,—
শমন-সদনে বুঝি বা অচিরে যেতে হয়।
চিন্তায় চিন্তায়—আঁকি চিত্র বিভীষিকাময়,
অহর্নিশি কাঁপিতে সভয়ে।
একে বালক,—
তাহে উন্মত্ত করেছে পিতৃশোক ;
ক্ষোভ কভু তাহা হ'তে না সম্ভবে।
অচিরে উন্মাদ হবে, কণ্টক ঘুচিয়া যাবে,
প্রকাশ্যে বসিব সিংহাসনে।

জয়া। শ্রীলেখা!
হরিরাজে নাহি জান তুমি।
বুদ্ধির বিকার—জ্ঞান হয় ভাণ মাত্র তার।
কিসে হয় সত্য আবিষ্কার,
অহর্নিশি এই চিন্তা মনে।
সন্দেহের ছায়া জাগিছে প্রাণে ;
উন্মাদের ভাণে—
চাহে গূঢ় তত্ত্ব ভেদিবারে ;
শত্রু ব'লে জেনো তারে—
সাবধানে রেখো দূরে আপনারে

শ্রীলেখা। শুন জয়া!
রমণী-হৃদয় সত্য বটে কোমলতা
কিন্তু কেহ প্রহারিলে তায়,
উর্দ্ধফণা ভুজঙ্গিনী—
দংশে গিয়া প্রহারকে।

পুত্র যদি জননী-জঠরে,
অবহেলে হ'তে পারে জননীবিরোধী,
মাতা কেন না পারিবে,
নিজ হস্তে মৃত্যু দিতে তারে ?
আধ হাসি ঢালে সুধা জননীর প্রাণে ;
সে সন্তানে—প্রয়োজন জ্ঞানে,
শমন সদনে—
নারী নাহি দিতে ডরে।
ভয় যদি হয়—থেকো তুমি সাবধানে ;
সার রত্ন প্রতিহিংসা রমণী জীবনে।

জয়া। তোমার বচনে—
হয় মনে বলের সঞ্চার।
বুঝিলাম, জীবনে মরণে
রবে চিরসাথী তুমি।
হরিরাজ কোন ছার,—
পাই যদি সাহায্য তোমার,
নাহি ডরি নরকের পতি !
এবে এক আছয়ে যুকতি,
মনোভাব বুঝিতে তাহার।
স্নেহভাবে ডাকি নিজ পাশে,
জিজ্ঞাসহ বিরাগের হেতু তার।
কথায় কথায়,
কোন্ পথে চিন্তাস্রোত বায়,
সহজে হইবে অনুমান।

শ্রীলেখা। ভাল, ইচ্ছা তব করিব পূরণ
কিন্তু বৃথা ক্ষুব্ধমন,
অলীক সন্দেহ ছাড়া আর কিছু নয়।
যাও ত্বরা—আসে দধিমুখ,—
বাতুল ব্রাহ্মণ—
অকারণ ঘটাইবে গণ্ডগোল।

[জয়াকরের প্রস্থান।

নাহি জানি নিরখি উন্মাদে—
কেন প্রাণে শঙ্কার উদয় ?
তীব্র দৃষ্টি,—চিন্তাপূর্ণ বদনমণ্ডল,
হৃদয়ের অন্তস্তল যে লক্ষ্যস্থল।

(দধিমুখের প্রবেশ)

দধি। সাপের হাঁড়ি বেদের চেনে লুকিয়ে রাখবে কি।
তাইতে বলি সাম্‌লে রেকো ভালমানুষের ঝি।
কাঠে কাঠে ঠেক্‌লে পরে ছাড়ান পাওয়া ভার।
বোস্‌বে যত আলুগা তত এমনি ধর্ম্মের মার।

এই যে বেশ চল্‌ছে। আঁটছে—কোসছে—হেঁচকা দিচ্ছে—ঐ যাঃ! ছিঁড়ে গেল। বলি মহারাণী মাকড়সার জাল দেখেছেন ? পোকা মাকড় পড়লে কেমন ঘুরপাক খায় ? যা রয় সয়, সেই ভাল। জান্‌বেন কাল সাদায় একটু প্রভেদ আছেই।

শ্রীলেখা। তুমি কি বলছ—
আমি বুঝতে পাচ্ছিনি।

দধি। বলি ঠিক্‌ তবে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান হারালে সত্য কথাটাও দাঁড়ায় অলীক। মানুষে গড়ে—পরমেশ্বর ভাঙ্গে;

জানেন ত? তবে কেন মিছে অত শত। যত বাহাদুরী তা'র কারিকুরির কাছে টেঁকবে না—টেঁকবে না। গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুরে বিস্তর কসুর থেকে যায়। শেষটা কেউ একেবারেই রওনা হয়।

শ্রীলেখা। তোমার পাগ্‌লামী স্থানান্তরে কর গে। রাজ-অন্তঃপুর পাগ্‌লামীর জায়গা নয়।

দধি। তাও ত বটে। ভাল লাগ্‌ছে না পাগ্‌লামীটে। ইস গেঁটে বাত বেজায় চেগেছে। রাজ-অন্তঃপুর। এখানে কেবল লগুড় আর ফাঁসী। সর্ব্বনাশীর ত অভাব নাই।

শ্রীলেখা। কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার!

দধি। কাজ কি রেগে—যাচ্ছি ভেগে। কিন্তু দেখবেন শেষটা যেন না দেগে যায়।

[প্রস্থান।

শ্রীলেখা। এ কি বলে! এ কি পাগলামী? আজ ক'দিন ধরে আমায় দেখলেই,এই রকম ছাড়া ছাড়া কথা কয়। জয়াকরের সঙ্গে কি আমার কথাবার্ত্তা শুনেছে? তাই বা কি করে? ওকে ত দূর থেকে আস্‌তে দেখেই জয়াকরকে যেতে বল্লেম। তবে ও কি বল্লে? তবে কি কেউ কিছু সত্যই সন্দেহ করেছে? না, এ বিষয়ের ভাল করে সন্ধান নিতে হ'ল। আজই হরিরাজকে ডাকাবো।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুলধ্বজের উদ্যান।

(কুলধ্বজ ও অরুণা)

কুল। বৎসে! শৈশবেতে মাতৃহীনা তুমি;
বহুযত্নে করিনু পালন।
বড় ভয় ছিল মনে, বৃন্তচ্যুত হ'য়ে—
কোরকে শুকায়ে যাবে কোমল প্রসূন!
ঈশ্বর-কৃপায়, দিনে দিনে হইলে বর্দ্ধিত,
আনন্দ জাগায়ে মোর নিরানন্দ প্রাণে!
প্রায় পূর্ণ কর্ত্তব্য আমার!
একমাত্র বাকী কার্য্যভার—
যোগ্যবরে অর্পিতে তোমারে!
করেছি মনন, রাজকরে করিয়া অর্পণ,
ঈশ্বর-সাধনে কাটাইব অবশিষ্ট কাল!
স্বর্গীয় ভূপাল বড় স্নেহ করিতেন দাসে,
তাঁহারি আদেশে পণে বদ্ধ আমি;
যুবরাজ স্বামীরূপে নির্দ্দিষ্ট তোমার!
লিপি বিধাতার,—
যুবরাজ রাজ্যেশ্বর এবে। কহ তবে,—
কিবা ভাবে হরিরাজ ভেটেন তোমারে।

অরুণা। পিতা।
মোর প্রতি ভূপতির স্নেহ অতিশয়
আশৈশব করেন যতন।

নিত্য তিনি আসিতেন হেথা,—
কত কথা শিখাতেন মোরে।
কত কাব্য কত গাথা,
শাস্ত্রকথা কতই হইত আলোচনা।
হ'লে অন্যমনা—ফুল তুলি দিতেন যতনে।
কিন্তু পিতৃহীন যেই দিন হ'তে,
দারুণ শোকেতে—
চিত্ত তাঁর উন্মত্ত সমান!
ফুরায়েছে নিত্য আগমন;
যদি কভু আসেন, এখন,—
বিষণ্ণ বদন—বিষণ্ণ নয়ন,
মুখকান্তি—
রাহুগ্রস্ত শশধর সম ভ্রান্তি হয়।
একদিন আসি মম পাশে—
যেই ভাবে কহিলেন কথা,
তরাসে কাঁপিল প্রাণ;—
বাক্য-মর্ম কিছু না বুঝিনু।
উচ্ছৃঙ্খল বেশ—উচ্ছৃঙ্খল কেশ,
দীর্ঘশ্বাস সদাই বহিছে,
জ্ঞানজ্যোতি ম্লানজ্যোতি হ'ল অস্তমান।
কাঁদিল পরাণ—কাঁদিনু লুকায়ে মুখ,
আঁখি মেলি না হেরি [illegible]

ফুল। আহা পিতৃশোকে উন্মত্ত কুমার!

হের দূরে আসিছে মহারাজ,
আছে কাজ—রহ অন্তরালে।

[অরুণার অন্তরালে প্রস্থান।

এ কি! সত্যই উন্মাদ?
চঞ্চল চরণ—চঞ্চল নয়নে চায়!

(হরিরাজের প্রবেশ)

কুল। বহুভাগ্য আজি মম;
নিজপুরে পাইলাম রাজদরশন!
মহারাজ! অধীনের আছে কিছু নিবেদন;
হলে অনুমতি—রাজপদে জানাব মিনতি!

হরি। সামন্ত প্রবর!
কোন্ সুখে যাচে নর রাজসিংহাসন?
সুবর্ণ-নির্ম্মিত—রতন-খচিত—
কালকূটে নিমজ্জিত জানে না অজ্ঞান!
আরোহিলে প্রথম সোপানে,
আত্মীয়-স্বজনে,
হৃদয়ের কাছ থেকে দূরে চলে গিয়ে—
স্নেহহীন শূন্য সম্ভাষণে,
পূজা করে নবীন ভূপালে।
বুঝি আজি সেই সে কারণে,
পিতৃতুল্য জনে—
চাহে আজি অনুমতি জানাতে বারতা।

কুল। বৎস! ক্ষমা কর মোরে;
শোন তবে অভিপ্রায়।
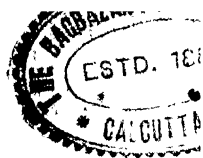
বহুদিন রাজ্যের কল্যাণে
কৌতুকে হরিনু কাল,
পরের সম্বল কিছু নাহি করিনু অর্জ্জন ;—
করেছি মনন যাব তীর্থপর্য্যটনে।
যাইবার আগে
একটী প্রার্থনা মম রাজপাশে ;
করিলে পূরণ কৃতার্থ হইব আমি।

হরি। সামন্ত প্রধান! নাহি চাহে প্রাণে—
দানিতে বিদায় তোমা জনে।
পিতার বিহনে পিতৃসম গণি যারে,
তুষিতে তাঁহারে—
অদেয় কি আছে মোর?

কুল। জয় হোক—জয় হোক মহারাজ!
দানিলে পরম প্রীতি বৃদ্ধের হৃদয়ে।
একমাত্র জীবন-বন্ধন—
আছে মম দুহিতা-রতন ;
অন্য চিন্তা নাহিক ধরায়।
অর্পি তায় দীনজন-পালকের করে-
নিশ্চিন্ত হরিব কাল ঈশ্বর-সাধনে।
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মাতৃহীনা সরলা বালিকা,
মলিন কলিকা,—
রেখো এরে সযতনে।
করি আশীর্ব্বাদ,
নির্ব্বিবাদে ভুঞ্জ রাজ্যসুখ।

হরি। আর্য্য! রাজা আমি জগতের কাছে।
কিন্তু আমি ঋণী তব কাছে
অসীম স্নেহের ঋণে।
তব দান শিরোধার্য্য মম।
কিন্তু শুন মন্তব্য আমার,—
পিতৃনামে অঙ্গীকার করেছি গ্রহণ,—
বিলাস-বৈভবে—
বৎসরেক লিপ্ত নাহি রব।
ধর্ম্ম সাক্ষী কহি তব পাশ,
অরুণারে পত্নীরূপে করিনু গ্রহণ
বিবাহ-বন্ধন—বৎসরেক পরে হবে!
আজি হতে রাজপুরে অরুণার স্থান!

কুল। ধন্য পিতৃভক্তি! ধন্য তুমি নরমণি!
যথা অভিরুচি তব,—
অন্যমত নাহিক আমার!
(অরুণার প্রতি) অরুণা! মা আমার!
যে চরণে পেলে আজি স্থান,
রমণীর একমাত্র আশ্রয় ভুবনে!
প্রাণপণে পতিপদ সেবিও যতনে;

জেনো মনে.—সতী যেই,
পতিই সর্ব্বস্ব তার !
করি আশীর্ব্বাদ,—
সুখে থেকো পতির সোহাগ লভি ।

[প্রস্থান ।

হরি । (স্বগত) ধন্য বিধি ! ধন্য তব লীলা !
অজ্ঞান অবোধ আমি ;
অন্তর্য্যামি ! কি বুঝিব মহিমা তোমার ?
প্রাণ জ্বলে যেতে চাই দূরে ;
তাই বুঝি বাঁধি এ শৃঙ্খলে —
সংসার-পিঞ্জরে রুদ্ধ করিলে অধমে ।
ত্যজি নারী বিষধরী জ্ঞানে,—
কণ্ঠহার করি তারে স্থাপিলে হৃদয়ে ;
এ কি লীলা তব লীলাময় ?

অরুণা । চাহ নাথ ! বারেক অধীনি পানে,
চাহ ফিরে—দাসী শ্রীচরণে !

হরি । অরুণা ! তুমি কি আমার ?
ছিল দিন প্রাণেশ্বরি ভাবিতাম যবে—
জীবনের ধ্রুবতারা তুমি লো আমার !
ছিল দিন প্রতিপলে গণিতাম যবে—
কতক্ষণে সম্মিলন হইবে দোঁহার !
সে স্বপন অবসান—মরুভূমি এবে প্রাণ—
নিরাশা-তপনে শুষ্ক প্রণয়-কলিকা !

মুকুলিত ক্ষীণলতা এখানে আশ্রয় কোথা,
দগ্ধ মহিরুহ তাপে শুকাবি বালিকা!

অরুণা। প্রভু! আমি যে সেবিকা,
পদসেবা হতে নাথ করো না বঞ্চিতা!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(দুইজন রাজদূত)

১ম দূত। কি রে, তুই অত ব্যস্ত হয়ে মস্ত মস্ত পা ফেলে চলেছিস্ কোথায়?

২য় দূত। কিঞ্চিৎ রেস্ত সংগ্রহ করতে। তোর তো পেজোমো বেজায়, পিছু ডাক্‌লি কাজের মাথায়।

১ম দূত। ইস্, তোর দেখছি সব লম্বা হাঁক। বর্ষার আগে এত ডাক, দেখিস যেন শেষটা সব ফাঁক না হয়।

২য় দূত। ওরে, তাতে আমি জেয়ানা; আগে বায়না না নিয়ে একটি পাও বাড়াই নি। এ সব বিষয়ে আমি চতুরং।

১ম দূত। কেন ভাঙ্গা কাঁসি মিছে ঘং ঘং করছিস্ বল দিকিন্? বল্‌বি ত বল্ চটপট, তা না হলে যে চম্পট। তুই তো ঘাগী, ভাগাভাগীর ধার তো আর ধারিস্‌নি; তবে আমার শুন্‌লেই কি আর না শুন্‌লেই কি?

২য় দূত। হুঁ—হুঁ, পাঁচপোঁখামি শক্ত চাকি। তা তুই

হচ্ছিস প্রাণের দোস্ত—তোকে কি আর দেব ফাঁকি। যে সে লোক নয়—দেনেওয়ালা খোদ সেনাপতি মশায়। কাজ সামান্য, দুবেলা ভিন্ন ভিন্ন রাজাদের কাছে চিঠি নিয়ে যাওয়া আর জবাব নিয়ে আসা।

১ম দূত। কি রে, তুই আমাকে ঝাঁসা মাচ্ছিস্ নাকি?

২য় দূত। আরে না বন্ধু না—পঞ্চাশ টাকা বায়না, তা নইলে কি ফেল্‌না ছুটোছুটি করে মরচি?

১ম দূত। বিধাতার মর্জ্জি! তোর কপাল খুলে গেছে দেখছি। কিন্তু সে যা হোক্, এর মর্ম্মটা কি? আমাদের সঙ্গে সেনাপতির এমন কি কর্ম্ম যে, প্রত্যহ চিঠিবাজি চলেছে। কোথাও কি যুদ্ধের গন্ধ ছেড়েছে? আর তাই যদি হয়, তা হলে তোকেই বা টাকা খাইয়ে বাইয়ে নেবে কেন? ব্যাপারখানাটা কি খুলে বল দিকিন?

২য় দূত। আমি ঠাউরিছি, সেটা গুপ্ত রাখাই ভাল। কেউ শুন্‌তে পেলে মুফ্‌তো মুফ্‌তো মারা যেতে হবে।

ম দূত। কি ঠাউরিছিস্ বল্ নি?

২য় দূত। না শুনে ছাড়বি নি? তবে কাণে কাণে বলি শোন। যে কথা—কেউ কোথা থেকে শুন্‌তে পেলে ঝাড়ে বংশে নির্ব্বংশ হতে হবে।

১ম দূত। না—না তোর ভয় নেই; কাণে কাণেই বল।

২য় দূত। সেনাপতির মৎলব, আমার বোধ হয় যে কোন প্রকারে—বুঝলি?

১ম দূত। না—না, এও কি সম্ভব? তুই খেয়াল দেখ্‌ছিস।

২য় দূত। না রে না—আজ কাদিন থেকে সেনাপতি—

১ম দূত। বটে বটে? কিন্তু এতে—

২য় দূত। দূর—এটা আর বুঝ্‌লিনি?

১ম দূত। হুঁ—হুঁ, বুঝিছি—বুঝিছি, তা হ'লে কিন্তু রাজারা—কি বলিস্, আমার কথা ঠিক নয়?

২য় দূত। তা বই কি, একটা কিছু বন্দোবস্ত হয়েছেই, তা নইলে আর তাদের মাথাব্যথা কি?

১ম দূত। দেখ, তোকে একটা পরামর্শ দিই, তুই যখন এর ভেতর আছিস্ তখন—

২য় দূত। ভাল কথা বলেছিস্ দাদা! আমি কালই সে বিষয়টা ঠিক করবো।

১ম দূত। কিন্তু ভাই দেখিস্, যেন আমায় ফাঁকি দিসনি?

২য় দূত। তুই কি আমায় তেম্নি বেইমান পেলি? তা দাদা, আমি তবে চল্লুম। দেখিস ভাই, ভুলেও যেন ঠোঁটের বাহিরে এসে না পড়ে?

১ম দূত। তুই নিশ্চিন্তি হ'য়ে কাজে যা! এ কথাও মুখে আনে।

[২য় দূতের প্রস্থান।

১ম দূত। ওঃ বাবা; লোককে চেনা দায়! কালকে বলিহারি! পেটে পেটে এমন হারামের ছুরি! আচ্ছা, মন্ত্রী ম'শায়কে জানাবার উপায় কি করি? কে আস্‌ছে, না? এই যে পাগ্‌লা ঠাকুর এই দিকে আসছে! একে দিয়েই মন্ত্রী ম'শায়কে খবরটা দেওয়া যাক্‌। ব্রাহ্মণ মহারাজকে বড় ভালবাসে। পাগলই হোক, আর যাই হোক, এদিকে সেয়ানা আছে।

(দধিমুখের প্রবেশ)

১ম দূত। দধিমুখ ঠাকুর, প্রণাম হই। কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

দধি। বল্‌তে পারলেম না বাপু, ঘুরতে ঘুরতে এখন কোথায় গিয়ে পৌঁছুই।

১ম দূত। রাস্তা দিয়ে চলেছ সোজাই, কোথা যাচ্চ তার ঠিক্ নেই ?

দধি। তা যদিই থাকে, তোমার কাছে জমা-খরচ দিয়ে যেতে হবে, এমন কোন কথা নেই।

১ম দূত। না ঠাকুর! সে জন্য নয় তোমায় একটা কথা বল্‌বার ছিল, তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম দাঁড়াতে পারবে কি না ?

দধি। শুতেই বা কোন্ আমায় দেখ্‌লে ? বক্তব্যটুকুন না হয় একটু শীগ্‌গিরিই বল্লে।

১ম দূত। সেই গণকঠাকুর যা বলে গিয়েছে, সে কথা বড় মিথ্যে নয়। মহারাজের সত্যিসত্যিই বিপদ উপস্থিত এ দেশের প্রায় সব রাজাই মহারাজের বিপক্ষে দল বাঁধছে, বিভীষণও জুটেছে। প্রত্যহ পত্রদ্বারা সেনাপতি ম'শায়ের সঙ্গে পরামর্শও চলেছে। তুমি হাস্‌ছ যে ? আমার কথা কি বিশ্বাস দেখো, শীগ্‌গিরিই কাশ্মীরে একটা হৈ চৈ উঠবে।

দধি। বাপু হে, আজকে মাত্রাটা কি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়েছে ? তা না হ'লে এত আবল তাবল বকুচো কেন ?

১ম দূত। মানো আর না মানো, ঠাকুর কথাটা ঠিক্। আমি পত্রবাহকের নিজ মুখে সমস্ত শুনেছি। সে লোকটার বুদ্ধি-শুদ্ধি

বজ্জর আঁটুনি ফস্কা গেরোর হিসেব। কিছু পাবার লোভেই এই কাজ করেছে। অকারণ নামটা করে তার গর্দ্দানাটা কাটাই কেন? তোমাকে এইজন্যে বলা যে, তুমি সহজেই মন্ত্রী ম'শায়কে আগে থাক্‌তে বলে দিয়ে সাবধান করে দিতে পার্‌বে। কোত্থেকে কথাটা শুন্‌লে, তা নিয়ে আর পেড়াপীড়ি হবে না, অথচ তোমার কথা বিশ্বাসও কর্‌বেন।

দধি। তা বাপু, তুমি যখন বল্‌ছো, তখন বল্‌বো। (স্বগত) এ হ'তে আজ একটা মহৎ উপকার হ'ল। পাপের পথ কি পরিষ্কার! একবার পা দাও, আর সোজা চলে যাও, তা শেষটা খানাতেই পড় আর কাঁটাবনেই প্রাণটা হারাও; যা হোক্, এ লোকটাকে ধাপ্পা দিয়ে রাখতে হবে; যার তার কাছে বলে না বেড়ায়। সেনাপতির কাণে উঠলে সাবধান হয়ে যাবে। (প্রকাশ্যে) দেখ, তুমি কিছু মনে করো না। কথাটা আঁতে গিয়ে পৌঁছিল না। যাই হোক, কথাটা কোন শত্রুপক্ষ থেকে উঠেছে বলেই বোধ হচ্ছে। এটা নিয়ে আর আন্দোলনটা উচিত নয়! রাজা-রাজড়ার কথায় থাকা বড় দায়; কি জান, শেষে উলুখাঁকরাদেরই প্রাণ যায়।

১ম দূত। পাগলা ঠাকুর তোমার যা ভাল হয়, তাই করো। আমার গেরো, তাই তোমায় বল্‌তে গেছলুম।

দধি। তোমার কোন ভয় নেই, আমি এখন আসি।

১ম দূত। প্রণাম হই ঠাকুর, দোহাই তোমার, আমার নামটা কোর না।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

পুষ্পবাটীকা।

(হরিরাজ)

হরি। জীবনধারণ কিম্বা প্রাণ-বিসর্জ্জন,
কিবা প্রয়োজন, চাহে মন জানিবারে।
আবরি হৃদয় চির-অন্ধকারে
পন্থাহারা হয়ে রব অলক্ষ্য প্রদেশে;
অথবা সংগ্রাম করি ঝঞ্ঝাবায়ু সনে,
ফুৎকারেতে উড়াইব নিবিড় তামসী?
সুষুপ্তি নিবৃত্তি সম শক্তি ধরে দোঁহে;
বিস্মৃতি বিস্মৃতি নিয়ে আসে।)
ধুয়ে দেয় হৃদয়ের কালি
সুখের চরমসীমা দুঃখের জীবনে।
চাহে প্রাণ নিদ্রা বা মরণ।
কিন্তু এক ভাবনা বিষম,
শয়নে স্বপনে নিয়ে আসে;
ত্রাসে প্রাণ শিহরি চমকে!
কেবা জানে,
কোন্ স্বপ্ন দেখা দিবে অনন্তনিদ্রায়!
উদ্দাম হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া রহে;
দুঃখভরা সুদীর্ঘ জীবন,
তাহে আনে ভালবাসা,
আমরণ বাঞ্ছনীয় হয় জানি।

তা না হ'লে,
সহি হৃদে হিংসার দংশন,
সবলের অত্যাচার মূর্খের তাড়ন,
নিরাশ্বাস প্রণয়ের নির্দ্দয় দহন,
কে চাহে ধরিতে প্রাণ বহি গুরুভার,
অন্তহীন শ্রান্তিহীন,
যাতনা-জড়িত ?
কিন্তু যবে কাঁপে প্রাণ, অজানা ভয়েতে,
অচেনা প্রদেশ কথা জেগে উঠে মনে,
যার প্রান্ত হতে কভু না ফেরে পথিক,
তখনি মমতা আসে নশ্বর-জীবনে।
বাঁধে প্রাণ সহিতে বেদনা,
চাহে না ত্যজিতে ধরা শত যন্ত্রণায়,
দৃঢ় আকর্ষণে ধরে জীবনের ডুরি।
শ্রেয় মানে পরিচিত ব্যথা,
অজ্ঞাত বিষাদ-স্রোতে না চাহে ভাসিতে,
এইরূপে পরে পরে হৃদয়-সাগরে,
সন্দেহ-তরঙ্গ উঠে চিন্তার পবনে,
কার্য্যতরী অকূলে ভাসিয়া চলে ;
স্থিরনেত্রে কর্ণধার চাহে শূন্যপানে,
প্রতিজ্ঞার উজ্জ্বল বরণ—
কালিমায় হয় আচ্ছাদন ;
মিশে যায় হৃদয়-তিমির সনে,
কার্য্য নাশে কোন কার্য্য না হয় সাধন।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী। দেব ! মহারাণী করেন আহ্বান।

হরি। চিন্তাকুল প্রাণ—
নাহি পারে গূঢ়তত্ত্ব ভেদিবারে!
কি কুহক-ঘোরে আচ্ছন্ন হৃদয় মম,—
কিসে করি স্বকার্য্য-সাধন ?

দাসী। প্রভু ! রাজমাতা প্রেরিলেন মোরে,
রাজদরশন তরে।

হরি। কি কহিলে—
রাজমাতা চাহিছেন দরশন আমার।
কহ গিয়ে—ত্বরায় ভেটিব তাঁরে।

[দাসীর প্রস্থান।

ধীরে—ধীরে বহ শোণিত-প্রবাহ।
আরে মন!
মাতৃরূপা পিশাচিনী নেহারি নয়নে—
আপনারে যেও না যেও না ভুলি।
অসি ! সর্ব্বনাশী শক্তি ধর, তুমি,
এ সময়ে থেক না নিকটে।
কি জানি যত্তপি ভুলি পিতার আদেশ,—
প্রলোভন অতীব মোহন তব।

(অসি পরিত্যাগ)

চল্ মন ! জননী ডাকিছে তোরে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

শয়নাগার।

(শ্রীলেখা)

শ্রীলেখা। (স্বগত) কি হেতু বিলম্ব এত ?
আসিবে না শুনিয়া আহ্বান— !
এ নহে সম্ভব কভু।
অবশ্য আসিবে,
বোঝা যাবে হৃদয়ের ভাব তার।
(ধীরে ধীরে হরিরাজের প্রবেশ)
এস বৎস কি হেতু বিলম্ব এত ?
এ কি ভাব নেহারি তোমার ?
চিন্তার কুটিল রেখা ললাটে অঙ্কিত—
জ্যোতিহীন হেরি আঁখিতারা,—
উন্মাদের পারা হয় মনে অনুভব ;
মুখকান্তি কেন বা মলিন তোর ?

হরি। মলিন বদন !
রাজমাতা ! নাহি কি কারণ ?
কি পরিবর্ত্তন নেহার বদনে !
মলিন বদন—বিষণ্ণ নয়ন—
পারে কি জানাতে কভু হৃদয়ের ব্যথা ?
যে বেদনা হৃদয়ে আমার,
শতাংশ তাহার—
প্রকাশ না হয় মাতা বাহ্যিক লক্ষণে।

জগতের শোক চিহ্ন যত
পরাজিত এ ব্যথা জানাতে।

শ্রীলেখা। একে জ্বলে মরি নিশিদিন,
বাঁধি প্রাণ তোর মুখ চেয়ে ;
তুই যদি দিবি ব্যথা—
ক'য়ে কথা এত নিদারুণ,
প্রবোধ না দিয়ে জননীরে,
কার তরে রহিব সংসারে আর ?
বৎস! হ'য়ো না নির্দ্দয় এত জননীর প্রতি।

হরি। মাতা!
নিষ্ঠুরতা অধিক কাহার ?
নহে ত আমার ;—
ভাব একবার নিজ ব্যবহার—
আমার পিতার প্রতি।

শ্রীলেখা! হরিরাজ! ভুলেছ কি মনে—
কার সনে কর বাক্যালাপ ?

হরি। দুর্ভাগ্য অপার জননী আমার।
কি করিব রুদ্ধ অসি মম,
নহে কি এখনও—
থাকিত জীবন কলুষিত দেহে তব ?
যার স্নেহে করি অনাদর—
কুলমান বিসর্জিলে অপরের পায় ;
সেই স্নেহ ধরা হ'তে লইয়া বিদায়,
দেবলোক হ'তে দুর্ভেদ্য কবচ

রক্ষা করে জীবন তোমার।
নহিলে কি ক্ষত্রিয়-সন্তান
এ কলঙ্ক করিয়া বহন,
মাতা বলি করিত মার্জ্জনা ?
(স্বগত) 'পিতা !—আর যে সহে না ;
ভুলে যাব আদেশ তোমার।
কলঙ্ক মাতার—পুত্র হ'য়ে কেমনে সহিব ?
(প্রকাশ্যে) ঐ ঐ শোন অশরীরী বাণী,
সকরুণ ঐ নিবারণ।
শোন কথা—
কলঙ্ক-বারতা—
আর নাহি প্রকাশ জগতে।
বিভুপদে কর ত্বরা আত্মসমর্পণ ;
ঘৃণিত জীবন—শুদ্ধ কর চির-অনুতাপে।

শ্রীলেখা। হরিরাজ—হরিরাজ !
রক্ষা কর—রক্ষা কর মোরে।
ধরেছি জঠরে,
মাতৃহত্যা করিবি কি শেষে ?
যাই আমি, যাই পলাইয়ে।

(প্রস্থানোদ্যতা

হরি। কোথা যাও ? দেখ চিত্র অতীব সুন্দর !
কি বিশাল ঠাট, প্রশস্ত ললাট,
ভ্রূযুগল বাসবের চাপ সম !
পূর্ণ জ্যোতি আকর্ণ নয়ন,

নাসিকা-গটন—খগরাজে দিয়ে লাজ।
আজানু-লম্বিত বাহু সুললিত,
শরাসন করে—কার্ত্তিকেয় পরাজয়।
সুবিশাল হের বক্ষঃস্থল,
হেরি রিপুদল কাঁপিত সভয়ে!
ভীত-মনে মানিত শাসন,—
এই জন ছিল তব স্বামী!
জ্ঞানচক্ষু কর উন্মীলন,
হের অন্ত্যজন ভিক্ষা অন্নে পালিত কুক্কুরে।
হিংসাভরে কুঞ্চিত ললাট
ভ্রূভঙ্গেতে কুৎসিত আচার ভাষে,
আঁখিপাশ নরকের ছায়া,
দয়া মায়া ভয়ে করে পলায়ন;
হেন জন বিলাসের কীট তব।
মাতা!
গজমতি দলি পদতলে
কাচখণ্ডে কৈলে আকিঞ্চন।
(ধন্য তুমি ফুল-শরাসন!
অঘটন কিছু নাহি তব পাশে!)
মাতা!
জিজ্ঞাসি তোমারে,
কিবা ঘোরে আচ্ছন্ন [illegible] তব প্রাণ?
ছিল নাকি জ্ঞান?
কোথা ছিল নয়ন?

শ্রীলেখা। রক্ষা কর—রক্ষা কর,

তিরস্কার আর নাহি কর ;

জানু পাতি মাগি ক্ষমা !

হরি। আমি কেবা—

কি করিব ক্ষমা,

শ্যামাপদে চাহ প্রতীকার ;

দেবীপদে লহ গে আশ্রয়।

শোন মাতা পুত্রের হৃদয়,

মাতৃহত্যা-পাপে লিপ্ত নাহি কর সুতে।

[সবেগে প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজ সভা।

(হরিরাজ, কহ্লন ও মন্ত্রী)

মন্ত্রী। মহারাজ!
রাজমন্ত্রী সদা করে মঙ্গলকামনা,
আজি প্রভু বিষম ভাবনা,
জাগিতেছে হৃদয়ে আমার।
প্রতীকার একমাত্র নৃপতি-সকাশে।
মিলি সব করম ভূপাল,
যুক্তি করে—বিদ্রোহ-অনল জ্বালিবারে।
নরনাথ উদাস-হৃদয়
রাজ্যপানে ফিরে নাহি চায়,
অবসর অধিক কোথায়?
কর প্রভু! করহ উপায়,
রাজ্যময় চিন্তার তরঙ্গ উঠে।
যোড়করে প্রজাগণ করিছে মিনতি,
যথাশক্তি জানায় বেদনা;
পূর্ণ কর সবার কামনা,
রাজধর্ম—প্রজার মঙ্গল।

হরি। হে সচিব! অধিক কি কবে আব?
কি অভাব—কেবা করে সম্পূরণ?
চেয়ে দেখ গগনের পানে,
গ্রহগণে নিত্য আবর্ত্তনে,
ভ্রমিতেছে অবিশ্রাম গতি!
যুগ বহে যায়—বিরাম কোথায়,
সদা ধায় নব আকর্ষণে।
কিন্তু দিবাকর অচল নিথর,
রহে স্থির আপন মণ্ডলে,
প্রলয়-কল্লোল নাহি তা'র স্থানব্যতিক্রম,
শত আকর্ষণ হেলায় উপেক্ষা করে।
সেইরূপ এ সংসারে
জীবকুল সদা ফিরে ঘুরে;
প্রবৃত্তির ফেরে
নিত্য ধায় নব আকাঙ্ক্ষায়,
আশা তৃষা কভু না ফুরায়,
জীবন সংশয় মরীচিকামাঝে শেষে।
কিন্তু সেই মানব সমাজে
যদি কেহ থাকে জীব;
ভানু সম অচল অটল;
অচঞ্চল হৃদয় যাহার; কভু কি তাহার
বিচলিত হয় চিত শূন্য আস্ফালনে?
কি কারণে উদ্বিগ্ন সচিব?
জেনো স্থির—

ফেরুরবে নাহি মাতে রত্নাকর করী !

(অনেক দূতের প্রবেশ)

দূত। নমে দাস রাজপদে।
সমাগত সৌরাষ্ট্ররাজন্—
রাজদরশন আশে !

হরি। কহ্লন ! যাও ত্বরা,
সাদরে আনহ ভূপে !

[কহ্লন ও দূতের প্রস্থান।

পিতৃসখা সৌরাষ্ট্ররাজন
চির-শুভাকাঙ্ক্ষী মম।

মন্ত্রী। বীরশ্রেষ্ঠ বীরসেন ভূপ।

(কহ্লন ও বীরসেনের প্রবেশ)

হরি। সৌরাষ্ট্ররাজন্ !
পবিত্র কাশ্মীরপুরী তব আগমনে।
নরনাথ ! সখ্যতাবন্ধনে,
চিরদিন বাঁধা রেখো মনে।

বীর। রাজরাজ্যেশ্বর !
অতি উচ্চ আপন অন্তর,
সমাদর তাই এত মম প্রতি ;
লভিনু পরম প্রীতি তব আবাহনে।
কাশ্মীর ঈশ্বর ! আমি তব পিতৃসখা
সে সম্বন্ধে সন্তান সমান তুমি।
উচিত আমার.
বিপদ-সংবাদ [illegible] বারতা।

হেরি তব উদাস-লক্ষণ,
হরষিত মন্দমতি জন।
কাশ্মীরের অনুগত রাজবৃন্দ যত,
হ'য়ে একত্রিত,
যুক্তি করে উড়াইতে বিদ্রোহ-কেতন।
আয়োজন করিছে গোপনে ;
সাবধানে রণক্ষেত্রে হ'য়ো অগ্রসর !
শুনি নাকি সেনাপতি তব—
মিলিত তাদের সনে।
সৈন্যগণে রাখিও শাসনে,
যেন তর্জ্জনী হেলনে—
আজ্ঞা তব হয় সম্পাদিত।
অনুগত সামন্তাদি যত
করি একত্রিত, সৈন্যসংখ্যা করহ বর্দ্ধন !
বীর তুমি, বীরব্রতে নাহি কর অবহেলা।

হরি। সৌরাষ্ট্ররাজন্ !
ধন্য তব সখ্যতা-বন্ধন,
চিরদিন রব ঋণী তব পাশে।
অসংখ্য তারকামালা সুনীল গগনে,
মৃদু ঝকে অস্ফুট কিরণে,
শশধর না প্রকাশে যতক্ষণ।
যবে শশী হাসে নীলাম্বরে—
জোছনার ধারে স্নিগ্ধ করে জগজনে,
ক্ষুদ্র জ্যোতি হারায় তারকাকুল ;

আকুল নয়নে চাহে শশী-পানে,
নিস্তেজ কিরণে মিশে যায় উজ্জ্বল গগনে।
সেইরূপ মন্দমতি জন,
যুদ্ধসজ্জা করি আয়োজন,
দীপিতেজে ক্ষণেকের তরে ;—
হেরি দূরে কাশ্মীর-বিজয়-কেতন,
ভয়াকুল মন, একে একে পৃষ্ঠ দিবে রণে
সেনাপতি শত্রুদলগামী,
কিন্তু হেথা আপনি কাশ্মীরস্বামী—
অসি করে রণে হবে আগুয়ান।
কেবা বীর্য্যবান্, মাতৃদুগ্ধ করিয়াছে পান—
বুঝে সব ভুজ-পরাক্রম।
ক্ষত্রিয়-সন্তান আমি,
রণভূমি ক্রীড়াস্থল মম,
হীনপ্রাণ রেণু সম উড়াব গগনে।
মন্ত্রী!
আছে যত কাশ্মীরের অধীন ভূপাল,
মোর নামে করহ আহ্বান ত্বরা!
অবহেলা করিবে যে জন
নির্ব্বাসন অবশ্য তাহার!
নয়নাথ!
পূর্ণ কর মনোরথ আতিথ্যগ্রহণে। [উভয়ের প্রস্থান

মন্ত্রী। কল্যাণ!
শুনিলে কি সংবাদ [illegible]!

কৃতঘ্নতা অধিক কোথায় ?
সেনাপতি বিদ্রোহী সংহতি—
এ হ'তে আশ্চর্য্য কিবা ?
অথবা কে বোঝে আশার নেশা ?
মত্ত মন না মানে বারণ,
সুধাভ্রমে পিয়ে হলাহল।

কহ্লন। সচীব প্রধান!
অসম্ভব নাহি এ সংসারে!
উচ্চ আশা যথায় নিবসে,
তথা পাপ পশে.
ভেসে যায় পবিত্র কল্পনা।
বিমোহন ছবি—
লোভ আসি ধরে আগে ;
নবরাগে রঞ্জিত হৃদয়,
প্রাণ ধায় লভিতে সুষমা তা'র।
মন্ত্রমুগ্ধ মন—
হিতাহিত নাহি করে নিরীক্ষণ,
লোভের ছলনে—
ঝাঁপ দেয় পাপের সাগরে।

মন্ত্রী। ধিক্ হেন দুরাচারে!
জেনো স্থির—
হেন কুমতির মন-আশা কভু না পূরিবে।
চল যাই, রাজ-আজ্ঞা করি গে পালন। [উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্রীলেখার ঘর।

(শ্রীলেখা)

শ্রীলেখা। ধিক্ প্রাণ,
তনয়ে করিল অপমান !
কোথা যাই—এ জ্বালা জুড়াই ?
প্রতিশোধ চাই—
হয় হোক্ সন্তান আমার।
ছি ছি লজ্জা—
নতজানু যোড়করে চাহিলাম ক্ষমা,
এ হ'তে মরণ ছিল ভাল !
ক্ষুদ্র কীট ! এত দম্ভ তোর !
অন্ধ হয়ে অতি ক্ষীণ রাজশক্তি তেজে,
দীপ্ত অগ্নিকুণ্ড-মাঝে
অবহেলি দিলি ঝাঁপ।
দেখ তবে—কত তাপ ধরে সে অনল !
ভেবেছিনু মনে,
সিংহাসন মাত্র তোর লইব কাড়িয়া,
নির্ব্বাসনে অবসান করিবি জীবন।
কিন্তু না—বিধিলিপি অন্যরূপ তোর।
অজ্ঞান-আনন্দ-অন্ধ পতঙ্গের প্রায়—
দীপ্ত বহ্নিমুখে তুই পড়িলি ঝাঁপায়ে;
স্বেচ্ছায় আপনি তুই উচ্ছন্ন করিলি—

আপনার মৃত্যুদ্বার আপনারি হাতে!
পুত্র ন'স আজি হ'তে শত্রু তুই মম!
স্নেহভরে ডাকিলাম পাশে,
দিলি দেখা জননীরে অরাতির বেশে?
ভাল—দেখি শেষে—
কেবা হারে কে জিনে সমরে!
সমাচার প্রেরিয়াছি জয়াকরে;
ভেটিতে আমারে
ভবানীমন্দির-প্রান্তভাগে।
আছে তথা অতিঘোর অরণ্য দুর্গম,
রবিকর ত্রাসে নাহি প্রবেশে তথায়;—
সেই স্থলে—শালবৃক্ষতলে
ভেটিব তাহারে একা কালি গোধূলিতে!
যুক্তিমত সদুপায় করি নির্দ্ধারণ
নিবাইব হৃদয়-দহন!
বুঝিবে জগৎ—
রমণীর প্রতিহিংসা দারুণ পিপাসা,
পুত্ররক্ত নাহি গণে।

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা। মা গো!

শ্রীলেখা। অসময়ে কি কাজে আমার পাশে?
যাও চলে—কি হেতু বিরক্ত কর?
যাও ফিরে—খেল গিয়ে সখীগণ সনে।

সুরমা। মা গো! নিত্য আমি সুধাই তোমায়,

কেন তুমি বিমনা জননী ?
দাদা কেন নাহি আসে কাছে ?
জিজ্ঞাসিলে অরুণারে—
সে কেন মা কাঁদে ?
আসিলে নিকটে—
কেন মাতা না কর আদর ?
মা গো ! ধরি পায়, বলনা আমায়—
রাজপুরে কেন মা মলিন সবে ?

শ্রীলেখা। কিছু নয়—কি কোথায় ?
বালিকার নহে রীতি—
কৌতূহলে দানিতে প্রশ্রয়।
কে কোথায় কি ভাবে কাটায়—
বালিকার জানিবার নহে ত বিষয়।
যাও—ধাত্রী কাছে যাও,
উপকথা শোন তার পাশে।

সুরমা। মা গো ! জানিলে হৃদয়—
এমন কথায় ভুলাতে না করিতে যতন
প্রাণের বেদনা—
তুমি বিনা কাকে আর জানাব জননি !
নিত্য কত কাঁদি একা বসি,
কেহ নাহি আসি নিবারণ করে মাতা।
যেথা যাই—বিমর্ষ সবাই
তাই মাতা তোমারে শুধাই।
তুমিও মা নিদয়া আমার প্রতি।

শ্রীলেখা। (স্বগত) নূতন বিপদ!
এ আপদ কোথা হ'তে এল?
বালিকার ভাব নাহি হয় অনুভব।
কেহ কিছু বলেছে কি এরে,
কে বলিবে?—কি বলিবে?
হরিরাজ নাহি আসে অন্তঃপুরে।
(প্রকাশ্যে) কেন মিছে কর জ্বালাতন।
মূল যার নাই—
বৃথা কেন তা'র আন্দোলন!
আঃ—কি জ্বালা—কেন এ রোদন
অন্যকার্য্যে ব্যাপৃত এখন,
নাহিক সময়,—চলে যাও স্থানান্তরে।

সুরমা। আর বেশী বোলনা জননি!
মা গো! বাবা ছেড়ে গেছে,
দাদাও ভুলেছে,
তুমিও কি ত্যজিলে আমায়?

শ্রীলেখা। সুরমা! একি তুই?
দুগ্ধের কুমারী,
কোথা এত শিখিলি চাতুরী?
কার তেজে এত তেজে সম্ভাষ আমারে?
চাস্ যদি আপন মঙ্গল,
কে তোরে কি বলেছে রে বল;
মিথ্যাভাষে কলুষিত না কর রসনা।

সুরমা। সত্য কহি জননি তোমারে,

কেহ কিছু কহেনি আমারে ;
প্রাণে মম উথলে বিষাদ।

শ্রীলেখা। ঘৃণা—ঘৃণা,
এই হেতু ধরিনু কি গর্ভে তোরে ?
জননীর সনে প্রবঞ্চনা !
আজি হ'তে ন'স তুই অঙ্গজা আমার,
হৃদয়ের ক্ষার, না চাহি দেখিতে মুখ !

[বেগে প্রস্থান।

(অরুণার প্রবেশ)

অরুণা। সুরমা ! হেথায় রয়েছ তুমি ?
একি ? আনত আননে
কেন বসি ধরাসনে ?
একি ভগ্নি ! অশ্রু কেন নয়নে তোমার ?
বল—মোরে বল, কি হেতু বিকল
আজি ?

সুরমা। অরুণা ! জান যদি বল
কেমনে মরণ হয়।
ম'রে লোক কোথা যায় ?
মরি যদি—বাবার কি দেখা পাই ?
বল সই, তোমারে সুধাই,
মরণ কি ডাকিলে আসে না
করো না বঞ্চনা, বল স্বরা যদি ভালবাস।

অরুণা। রাজবালা ! কিশোর বয়সে,
কি হেন যাতনা-বিষে

দহিতেছে হৃদয়-আগার ?
জীবন তোমার
অস্ফুটন্ত কলিকা সমান,
মুকুলে শুকাতে কেন, সাধ ?

সুরমা : অরুণা ! তুমি তো জান না,
কত ভালবাসিতেন, পিতা মোরে !
সামান্য কারণে
অভিমানে রহিতাম ঢাকিয়া বদন ;
কত আকিঞ্চন
কতই আদরে তুষিতেন পিতা মোরে।
কতদিন অগ্রজের সনে,
কুসুম-চয়নে যাইতাম উদ্যান-মাঝারে ;
তুলিতে গোলাপ প্রলাপ বাড়িত কত।
কণ্টকে ছিঁড়িয়া কর কাঁদিতাম ক্রোড়ে ;
কতই যতনে, ভুলাতেন দাদা মোরে।
আজি সই কাঁদি সো কাতরে,
কই পিতা ভুলায় আমারে ?
দাদা আর নাহি আসে পুরে,
কার কাছে পাইব সান্ত্বনা ?
পুরী মাঝে যার কাছে যাই,
বিষণ্ণ সবাই ; তাই বড় আশে—
জননীর পাশে—
গিয়েছিনু জানিতে কারণ,
শোক-আবরণ কতদিনে যাবে ঘুচে।

অরুণা! কি কহিব প্রাণ ফেটে যায়,
পরুষ ভাষায় তিরস্কার করিলা জননী,
আকুলা পরাণী,
তাই কাঁদি প্রাণের জ্বালায়!

অরুণা। ছি ছি বোন্ কেঁদো না আকুল হ'য়ে,
রমণী জীবনে অনেক সহিতে হয়।
বল্ বোন্!
অভাগিনী কে রমণী মম সম?
আমি কোন্ আশে রাখি প্রাণ?
জানি না লো জননী কেমন;
জ্ঞান হ'ল জনকের স্নেহময় ক্রোড়ে!
সে মধুর স্নেহনীড় ছেড়ে,
যাঁর তরে এনু রাজপুরে;
সই রে দিনান্তেও বারেক দর্শন,
পাইনে এখন তাঁর!
আঁখিবারি প্লাবনের ধার,
বহে সই দিবস-যামিনী,
কত সহে রমণীর প্রাণে আর;
আছি যে দশায়,
ভাবি যদি শিহরে হৃদয়;
মনে হয় হারাইব জ্ঞান।

সুরেখা। আহা, সত্য অভাগিনী!
মনে হ'লে তোমার কাহিনী,
মোর ব্যথা তুচ্ছ মনে হয়।

কত তুমি সহ বিষাদিনী।
শূন্য-নেত্রে চাহ যবে শূন্য পানে,
ভয় হয় মনে, সত্য বুঝি হ'বি উন্মাদিনী !

অরুণা। ভাগ্য মানি—উন্মাদিনী যদি হই !
হারাইলে জ্ঞান, এ জ্বালার হয় অবসান ;
স্মৃতির যাতনা সহে না হৃদয়ে আর !
বিস্মৃতি—বিস্মৃতি—জ্ঞানের বিকৃতি,
এই মাত্র কাম[illegible] আমার !

স্বরমা। অরুণা—[illegible] পায়ে ধরি,
মর্ম্মভেদি স্বরে বোল না অমন করে ;
ও স্বরে যে কেঁদে উঠে প্রাণ !
এস যাই উদ্যান-ভিতরে,
স্নিগ্ধ সমীরণে জুড়াইবে হৃদয়ের জ্বালা।

অরুণা। চল যাই রাজবালা !
কত জ্বালা সব আর ?

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাঙ্গণ।

(জয়াকর)

জয়া। দিবা ভাল, রজনী হইতে !
রজনীর অন্ধকার
হৃদিঘোর বাড়ায় আমার !

আসিলে যামিনী,
কোথা হ'তে নাহি জানি,
অস্ফুট রোদনধ্বনি পরশে শ্রবনে।
যেন কেবা আসে, কেবা যায়,
তিমিরে মিলায়, কভু হাসে কভু কাঁদে,
ধীরপদে করে আনাগোনা।
মুদিলে নয়ন, যেন আসে কোন জন ;
বিকট বদন, দাঁড়ায় শিয়রে আসি।
অট্টহাসি কট্‌মট চায়,
হৃদয় শুকায়, না পারি মেলিতে আঁখি।
নিশীথে নিদ্রার কোলে,
অচেতন প্রকৃতিমণ্ডলী ;
দীনহীন যে আছে যথায়।
কাশ্মীরের সেনাপতি হায় ;
পালঙ্ক-শয্যায় যন্ত্রণায় কাটায় যামিনী।
যদি ভাগ্যবলে তন্দ্রা আসি মিলে,
স্বপনের ছলে হেরি বিভীষণ ছায়া ;
ভয়ে কাঁপে কায়া, শিহরি জাগিয়া উঠি।
দারুণ যাতনা আর ত সহে না,
কোথা যাব কি হবে উপায়।

(মলিনার প্রবেশ)

মলিনা। প্রভু!

জয়া। এ কি মলিনা

সুষুপ্তা ধরণী রজনী বিগতপ্রায়,

এ হেন সময়,
শয্যা ত্যজি কেন আগমন ?

মলিনা। প্রভু, অকারণ নহে আগমন।
অনুক্ষণ কেন নাথ চিন্তায় মগন ?
হৃদয়-কন্দরে কি চিন্তা বিহরে,
দাসীরে প্রকাশ প্রভু।
বিষণ্ণ নয়ন বিবর্ণ বদন,
অন্যমনা হেরি সর্ব্বক্ষণ ;
কি কারণ নিশীথে ভ্রমণ একা ?
আহারে বিহারে সদাই অশান্তি দেখি।
শূন্য আঁখি শূন্যপানে চায়,
সুধালে বারতা ভ্রূকুটি করিয়ে যাও ;
কেন তব হেন ভাবান্তর ?

রাজা। ভাবান্তর কিবা ? শরীর অসুস্থ মম।
অন্য মর্ম্ম কিছু নাহি আর।

মলিনা। ভুলা'ও না আর ;
হ'ত যদি দেহের বিকার,
প্রতীকার অবশ্য করিতে তার।
অসুস্থ যে জন, তার তরে বরষার উষা
নহে ত প্রশস্ত কাল ভ্রমণ কারণ।
পত্নী আমি, লুকা'ও না মোর কাছে।
কে যেন আমারে,
কহে সদা অন্তরে-অন্তরে,
প্রতি তোর অতি ঘোর পাপের কাহিনী

সঙ্গোপনে হৃদয়ে পোষণ করে!"
প্রভু! স্বামি! পত্নী আমি তব।
অধিকার নাহি কি আমার—
সুধাবার অন্তরের ভাব তব?
যুড়ি কর, যাচি জানু পাতি,
পূর্ব্বপ্রীতি পূর্ব্বপ্রেম কহ স্মরণ,
হৃদয়বেদনা লুকা'ও না মোর পাশে!

জয়া। মলিনা! বিকৃত কি মস্তিস্ক তোমার?
নহে বার বার কেন কর জ্বালাতন?

মলিনা। হেরি তব মলিন বদন,
কহ প্রভু, কেমনে উদাস রব?
ব্যাকুল নেহারি পতি,
কেমনে রহিবে স্থির সতী?
কহ দেব! পত্নী কি কেবল
বিলাসের সামগ্রী পতির?
শয্যাশোভা করিবে বর্দ্ধন,
গৃহকার্য্যে করিবে যতন
চাহিবে না জানিতে কখন
পতির হৃদয় ব্যথা?
বনিতার এই মাত্র যদি অধিকার,
স্বামীসনে এই যদি সম্বন্ধ তাহার,
~~[illegible] যদি নাহি থাকে [illegible]~~
পত্নী কোথা আর?
রক্ষিতা গণিকা মাত্র—বিলাসের [illegible]

জয়া। নারী তুমি, রহ সদা নারীর মতন ;
গৃহকার্য্যে করহ মনন।
শক্তি কভু ধরে কি অবলা,
বহিবারে পুরুষের চিন্তাভার ?

মলিনা। গুণমণি! সত্য দাসী অবলা রমণী।
কিন্তু প্রভু, সামান্য রমণী সে ত নয়,
কাশ্মীরের সেনাপতি যার
পত্নীপদে করিলা বরণ।
বীরশ্রেষ্ঠ বীরসিংহ-সুতা,
তোমার বনিতা,
মোর সনে তুলনা কাহার ?
ধরি দেহে রমণী হৃদয়,
বীরপত্নী বীরবালা জগতে কোথায়,
ভীরুতার দেখে পরিচয় ?
না কর সংশয় কহ মোরে আপন হৃদয় ;
যদিও অধীনী জ্ঞানহীনা,
জানিলে বেদনা, যথাশক্তি দানিবে সান্ত্বনা।

(দ্বার উদ্‌ঘাটনের শব্দ)

জয়া। চুপ কর, আসে কোন জন।
চিন্তার কারণ প্রকাশিব সময় অন্তরে।
প্রভাত-সমীর,
কি মধুর পরশে ললাটদেশে।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী। বহির্দ্বারে সুধীবৃন্দ, সেনাপতি মহাশয়ের দর্শনের নিমিত্ত অপেক্ষা করছেন। দাসী সংবাদ দিতে এসেছে।

[প্রস্থান।

জয়া। আসি প্রিয়ে!
কার্য্যান্তরে রহিব ব্যাপৃত:
কহিব সকল কথা অবসরক্রমে।

[প্রস্থান।

মলিনা। জগতজননি মাতঃ!
ঘোর দায়ে রাখ গো মা পায়ে।
পতির হৃদয়ে কেন হেরি পাপের কালিমা?
শক্তি দে মা সাধিতে পতির হিত।
উষাকালে কি কারণে জনসমাগম;
কি মন্ত্রণা হইবে গোপনে?
মন টানে—যেন বলে প্রাণে,
এর সনে জড়িত অদৃষ্ট মোর।
না—না—পতি মোর বড়ই উন্মনা,
হৃদয় বেদনা অবশ্য জানিতে হবে।
যা' হ'বার হবে,
পরামর্শ শুনিব গোপনে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পুষ্পবাটিকা।

(হরিরাজ ও কহ্লন)

হরি। একে একে দিন বহে যায় ;
অশান্ত হৃদয়,
অপ্রশস্ত অন্ধকারে ঘুরিয়ে বেড়ায়,
উপায় কোথায় ?
বুঝি আশা হবে না পূরণ।
ধিক্ ধিক্ মোরে ;
ক্ষত্রকুলে লভিয়া জনম,
ছার শত্রু-নিপাতন—
এতদিনে না হ'ল সাধন ?
প্রতি পল যায়, উপহাসে কয়,
"কোথা তোর কর্ত্তব্যপালন ?"
দিনমান চিন্তায় ফুরায়,
নিশা দেখা দেয়—আঁধার বাড়ায়,
ছায়া কায়া সম্মুখে দাঁড়ায়,
সকরুণ চায়, নির্ব্বাক্ জানায়,
তিরস্কার করে অভাগারে !
অপদার্থ আমি ! কোষবদ্ধ তীক্ষ্ণ তরবারি,
পিতৃ-অরি এখনো জীবিত ?
কভু কি বিহিত,
হেয় প্রাণ করিতে ধারণ

হ'য়ে রাজা মহাতেজা করি আস্ফালন,
বীর-অভিমান হৃদে ধরি অনুক্ষণ,
নির্জীব প্রজারে করি নির্দ্দয় পীড়ন।
কিন্তু হায় সগর্ব্ব হৃদয়—
হর্ষভরে পিতৃঘাতি করে বিচরণ।
এ দৃষ্টান্ত করি নিরীক্ষণ,
কহ কোন্ মূঢ়জন—
সন্তান কামনা আর করিবে ধরায়?
যায় যাক্—মুছে যাক্ অস্তিত্ব আমার,
রাজ্যভার বৃথায় বহিব কেন আর?

কহ্লন। আত্মগ্লানি কেন কর নৃপমণি,
বিষাদ-কাহিনী বিষাদ জাগায় প্রাণে।
ধর্ম্মপথ অনুগামী তুমি
মনোবাঞ্ছা অবশ্য পূরিবে

হরি। কবে—কিসে আর
হৃদয়ের ভার লাঘব হইবে মম?
প্রকাশ্য বিচারে দণ্ড তা'রে দিতে নারি।
জলে মরি, মনে হলে সব কথা।
কলঙ্ক-বারতা জননীর ঘৃণ্য উন্মত্ততা—
পুত্র হয়ে কেমনে প্রকাশি?

[illegible]। কাজ নাই নৃপগণে করি সম্ভাষণ
বিদ্রোহ-কেতন উড়াক সকলে মিলি।
রণস্থলে পাই যদি নরকের কীটে
পিতৃ-আত্মা হৃদে হৃদে করিব পূরণ।

অক্ষম যদ্যপি তাহে হই,
রণানলে পুড়ে হ'ব ছাই ;
নাহি চাই হীন প্রাণ করিতে বহন।

কহ্লন। কাশ্মীর-ঈশ্বর !
তব যোগ্য নহে ত বিধান।
একের শাসনে অসংখ্য জীবনে
ভাসাইবে কেন দেব রণসিন্ধু-মাঝে।
কত নারী পুত্রহীনা হবে,
পিতৃহীন অনাথ কাঁদিবে,
মর্ম্মভেদী রোদনের রোল,
উঠিবে গগন পথে।
বিধাতার আসন টলিবে,
উন্মুক্ত কুন্তলা অসংখ্য অবলা
দীর্ঘশ্বাসে ভুবন ভরাবে ;
ধর্ম্মকর্ম্ম ম্রিয়মাণ হবে তাহে।
অলঙ্ঘ্য জানিহ দেব ধর্ম্মের শাসন
কি কারণ বিশ্বাস হারাও তাহে ?
অচিরে উপায় হবে,
পূর্ণ হবে পুণ্যের কল্পনা !
(নেপথ্যে সভারোহণের বাদ্যোদ্যম)
হ'ল দেব সভার সময়,
রাজগণ আগত তথায় ;
রাজ-অপেক্ষায় সমাগত সভাস্থলে।

হরি। চল যাই, কুল কোথা পাই
অকূলে ভাসিয়া চলি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দধিমুখের প্রবেশ)

দধি। যা থাকে কপালে, হরিরাজকে বলে ফেলে পেটটা হাল্‌কি করি। বিশ্বাসঘাতকের ছুরি—কি জানি কখন্ এসে মাথায় পড়ে। যতই দেখ্‌ছি, ততই আমার ধড়ে প্রাণটা ধড়াস্ ধড়াস্ কর্‌ছে! বাবা, রাণী ত নয়, যেন রায়বাঘিনী। কি চাউনি—যেন সত্ত বিষের খনি। কাল্‌কে খিড়কী দিয়ে যেমন বেরিয়েছে, পড়্‌বি তো পর আমারি সুমুখে। পরণে ছদ্মবেশ—এলিয়ে দেওয়া কেশ! আমার বেশ বোধ হ'ল জয়াকরের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিল। বোধ হয়, রাজবাড়ীতে কিছুখানা জানাজানি হয়েছে, তাই এবার রকম পাল্‌টেছে; আমাকে দেখ্‌তে পেয়েই, একবার চেয়েই, ফিরে অম্নি দরজা বন্ধ করে দিলে। আমার পোড়া অদৃষ্টে, সমস্ত রাত্তির অষ্টবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই সার হ'ল। বোয়ে গেছে তা'র বেরুতে। আমার নিদ্রায় ভদ্রা ঘটিয়ে, তিনি দিব্যি ছাপরখাটে শুয়ে তন্দ্রা দিলেন। এখন রাজাকে সব বলি কি না বলি। না বলায় তো বিপদেরই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু বল্লেও তো কমী দেখি না। যদি রাজা রাগের ঝোঁকে একেবারে বেঁকে যা'কে তা'কে কোপাতে সুরু করে, তবেই তো গোল! সেনাপতি তো জয়াকর;—সৈন্য তো তারি মুটোর ভেতর! আর তা'র তলোয়ারের বহরও বড় কম নয়। শেষটা যদি সবাই বেঁকে দাঁড়ায়, তা হ'লেই তো হরিরাজের প্রাণটা বাঁচান দায় হয়ে উঠবে। দূর হোগ্‌গে ছাই, ভেবে যে থাই পাইনি। ওদিকে ছুটোতে বেজায় ঘাই দিচ্ছে, এদিকে আমার বড়শী পল্‌কা। খামকা খামকা সেটা আর খোয়াই কেন? না রাজাকে এখন বলা হবে না। কমলকে সব কথা খুলে

বলে তার পরামর্শ নেওয়া যাক্! ছোঁড়া এদিকে বড় টন্‌কো আছে। পাছে কথায় কথায় কোনকথা বেরিয়ে পড়ে সেই ভয়েই তো রাজার কাছে বড় একটা ঘেঁষ দিই না। নইলে চখে চখে রাখতে পার্‌লে কি হরিরাজের জন্য এত ভাবনা থাকে?

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণাগার।

(রাজগণ)

১ম রাজা। মিত্ররাজগণ!

গুরুভার ন্যস্ত আজি আমাদের শিরে!

আমন্ত্রণমত—

মিলিত সকলে অদ্য সেনাপতি-পুরে।

কহ তবে কহ প্রকাশিয়া,

যে কারণে আহ্বানিলা জয়াকর বীর,

করেছ কি স্থির মতামত করিতে জ্ঞাপন?

সমাচার হয়েছে প্রেরিত,

সেনাপতি নিশ্চয় আগতপ্রায়,

কহ কি জানাবে অভিমত?

২য় রাজা। আমা হ'তে

কিছু নাহি হবে অতঃপর।

গুপ্তচর অভিসন্ধি করেছে প্রকাশ,

অবিশ্বাস জাগিয়াছে হরিরাজ-মনে,
গোপনেতে কার্য্য নাহি হবে সমাধান
জাগ্রত কেশরী এবে,
কেন প্রাণ হারাব আহবে।
যেবা ইচ্ছা হয়, কর মহাশয়।
জন্মেছে সংশয়—
না চাহি উড়াতে আর বিদ্রোহ-কেতন।

৩য় রাজা। সত্য যাহা করিলে জ্ঞাপন।
জেনে শুনে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডমাঝে
কোন্ মূর্খ দিবে ঝাঁপ?
পাপকার্য্যে দেবকুল বিমুখ সতত;
দৈব প্রতিকূলে বৃথা চা'হি যুঝিবারে।

১ম রাজা। মনোভাব বুঝিনু সবার।
মনে মনে যেই চিন্তা উঠে,
প্রতি হৃদিপটে জাগাইল প্রতিধ্বনি তার।
কাজ নাই আর,—
কেন বৃথা হারাব জীবন?
যেই কার্য্যে নাহি কোন ফল,
আয়োজন ইষ্ট কিবা তার?

(জয়াকরের প্রবেশ)

জয়া। নৃপতিমণ্ডলি!
বড় কৃপা অধীনের প্রতি।
সার্থক জীবন—
মম গৃহে পদার্পণ হইল সবার।

আকিঞ্চন—কৃতজ্ঞতা কি ভাবে প্রকাশে।
উচ্চকার্য্যে মিলিত সকলে ;—
কহ রাজগণ! যুদ্ধ-আয়োজন
কতদিনে হবে সম্পূরণ ?
বালকের দাসত্বশৃঙ্খল
কতদিনে নিক্ষেপিব দূরে,
প্রাণ মম ধৈরয ধরিতে নারে
জাগরণে শয়নে স্বপনে
বিজয়দুন্দুভি সদা বাজিতেছে কাণে,
শুভকার্য্যে বিলম্ব কি হেতু আর ?

১ম রাজা। বীরবর! ক্ষমা কর মো'সবারে,
যুক্তি করি করিয়াছি স্থির,
শত্রুরূপে না ভেটিব হরিরাজে।
পিতৃসম গণিতাম অনন্তদেবেরে ;
সে নৃপকুমারে অসি করে ভেটিব সমরে,
উচিত নহেক বিধি।
যথারীতি রাজকর বিনা ;
না করে কামনা কিছু কাশ্মীর-ঈশ্বর।

জন্মা। ধিক্ লজ্জা—ধিক্ বীরবর!
বীর-শিরোমণি তুমি,
হেন বাণী সাজে কি তোমার ?
করে তব অযুত হস্তীর বল
ইঙ্গিতে তোমার—
কত শত রাজ্য ভাঙে গড়ে ;

কি আতঙ্ক ঘোরে অবশ হৃদয় আজি ?
কেন এত ত্রাস ?
অধীনতা-পাশ কি হেতু বা বহিছ নীরবে ?
হয়ে রাজা, প্রজা হ'য়ে কেন রবে ?
আগত সুযোগে
প্রতিযোগ কি হেতু বা কর তার ?

২য় রাজা। বৃথা তিরস্কার নাহি কর বীরবর !
জানি সবে স্বাধীনতা অতুল বৈভব,
আশৈশব ক্ষত্র যাহা করে অন্বেষণ।
কিন্তু বীর শুনহ কারণ,
অক্ষমন যেহেতু সকলে।
নানা বেশে রাজচর ভ্রমিয়া গোপনে,
গুপ্ততত্ত্ব করি আবিষ্কার—
নৃপতিরে জানায় সকল সংবাদ;
নির্ব্বিবাদে ইষ্টসিদ্ধি না হবে এখন।
ত্যজিয়া শয়ন—
জাগ্রত কেশরী গর্জ্জে পূর্ণ-পরাক্রমে ;—
রণশ্রমে ক্লান্ত নাহি হবে।
পূর্ণ সাজে হ'রিরাজে—
কে রোধিবে রণভূমে ?

জয়া। শিশু-পরাক্রমে এতই নিস্তেজ সবে ?
জনে জনে বীর-অহঙ্কার,—
এ কি ব্যবহার ?
বীরের আচার কোথা রেখে এলে পাছে

বীরশ্রেষ্ঠ বীরভাগ হইয়ে মিলিত—
পৃষ্ঠপদ শিশুর সমরে?
কিবা শক্তি ধরে বল কাশ্মীর-ভূপাল,
নৃপতি-মণ্ডল পরাজিত হবে যাহে?
কহ রাজগণে ভেবেছ কি মনে—
দন্তে তৃণ করিয়া ধারণ,
দাঁড়াইবে কাশ্মীর সকাশে—
সিংহাসন-পাশে—করযোড়ে চাবে ক্ষমা?
বাঞ্ছনীয় নহে কি এ হতে
রণাঙ্গনে ক্ষত্রবীর্য্য করি প্রদর্শন,
বীরের শয়ন লভিতে আপন বলে?
উঠ—জাগ বীরভাগ!
অমরত্ব কর লাভ শত্রুর শোণিতে!

১ম রাজা। শত্রু কোথা?
বদ্ধ সবে মৈত্রতাবন্ধনে
ক্ষমা কর মোসবারে,—
বিদায় হে বীরবর!

[রাজগণের প্রস্থান।

জয়া। ভীরু কাপুরুষ সবে!
নহে রাজা,
হীনতেজা মাংসপিণ্ড জনে জনে।

(মলিনার প্রবেশ)

মলিনা। প্রভু! এই হেতু আকুল হৃদয় তব?
ছি ছি এত পাপ হৃদয়ে পোষণ কর?

হয়ে মহাতেজা বীর শিরোমণি,
কেন হীনপ্রাণী সম আচরণ?
মৃত রাজা সোদর সমান—
আশৈশব করিলা পালন,
এই বুঝি প্রতিদান তার?
তনয়ে তাঁহার—
রাজ্যচ্যুত চাহ করিবারে?
আহা! নব নরপতি সদাশয় অতি,
নির্ব্বিবাদী-আকুল পিতার শোকে।
এ সুযোগে চাহ নিতে শাণিত কৃপাণ—
অমূল্য সে প্রাণ দস্যু সম করিতে ছেদন!
পত্নী আমি ধরি শ্রীচরণ,
এ পাপ মনন দূর কর হৃদি হতে।

জয়। মলিনা! কে দিয়েছে অধিকার
সুধাবার এত কথা?
পরিচয় ভাল জানাইলি।
অবহেলি পতির বচন
অন্তরালে থেকে তুই গোপনে হরিলি,—
আমার হৃদয় কথা ঘৃণিত উপায়ে।
দুশ্চারিণি!
আজি হতে পত্নী তুই নস্ আর,
হৃদয়-অঙ্গার—
দর [illegible]—চলে যা রে সম্মুখ হইতে।

([illegible])

মলিনা। যেতে আমি দিবনা তোমারে!
পত্নী বলে করেছ গ্রহণ,
ধরিয়ে চরণ ভিক্ষা মাগি,
পাপচিন্তা তব
কি বৈভব লভিবে এ কাজ?
ডুবি ঘোর পাপের সাগরে,
নরকের তীরে কেন আন আপনারে?
করি মানা—কোর না কোর না—
নরকের ছবি অন্তরে রেখ না;
ধৌত কর পুণ্যের সলিলে।
বীর সদাশয় তুমি—
নরকের কৃমি হতে কেন সাধ?
উচ্চকার্য্যে হও আগুয়ান,
হরিরাজে করহ রক্ষণ;
বীর-আচরণ—
কেন লোভ পাপের ছলনে?
আমি যাব হরিরাজ-পাশে
করযোড়ে রাজপদে মেগে লব ক্ষমা,
সদাশয় দানিবেন অভয়।
কল্পনায় না আনিও পাপচিন্তা আর।

জয়া। প্রগল্‌ভতা অতিক্রমে ধীরতার সীমা।
আরে—আরে
পতি সনে ইচ্ছা বিসংবাদ।
অপবাদ নারীকুলে তুই।

স্মরেছে শমন—তাই বুঝি এত আস্ফালন ?
ভাল,
মর তবে যাক্ নিবে হৃদয়ের জ্বালা।
[সবলে পদাঘাত ও প্রস্থান।

মলিনা। বুঝি প্রাণ যায়,—কি হবে উপায় ?
অতি ঘোর পাপের সাগর হ'তে
কে ফিরাবে পতিরে আমার ?
মা গো হররমা !
আজীবন পূজেছি মা শ্যামা।
এ অন্তিমে যাচি শ্রীচরণে—
পতিরে ফিরাও মা গো পাপ হ'তে।
দাসীর বিহনে—
কে আর যতনে প্রভুরে বুঝাবে পুনঃ।
মা গো আর কেহ নাই.
যাচি তাই তোর পদে তারা।
ভবদারা রাঙ্গা পায়,—
রাখ গো মা অবলায়।
মা ! মা !—প্রভু—স্বামী—(মৃত্যু।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মন্দিরপ্রান্তস্থিত অরণ্য।

(জয়াকর)

জয়া। কই—কোথা—কোথায় শ্রীলেখা ?
আজিও কি বৃথায় ফিরিব ?
দুইদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে—
একাকী আইনু এই ভীষণ বিপিনে
হেরিনু কতই ঘোর বীভৎস দর্শন।
কি এক আতঙ্ক ঘোরে,—
মহাপ্রাণী হইল আকুল,—
সভয়ে পলায়ে গেনু নিরাশ হইয়ে।
আজি পুনঃ সমাচার মত—
আইনু ভেটিতে তা'রে এই বনভূমে।
কি কারণে এলোনা এখনো ?
বিলম্বে ভাবনা বাড়ে প্রাণে,—
একা হেতা রহিতে না চাহে প্রাণ।
যতদিন হরিরাজ জগতে রহিবে—
আতঙ্ক না যাবে,
কণ্টক না ঘুচিবে আমার।
না না—মলিনা করিল নিবারণ!
ওহো হুতাশন—হুতাশন হৃদয়ে আমার

প্রলয়ের ঝড় বহুক অনন্তকাল ;
অবিরাম সেই ঝঞ্ঝাবাতে —
পাকে পাকে ঘুরাক আমায়।
জন্মমৃত্যু করিয়া হরণ,
বিশ্বব্যাপী হুতাশন করিয়া সৃজন,
অনন্ত জীবন আহুতি দিউক মোরে।
ক্ষুরধারে নির্ম্মি চক্র সুতীব্র শায়কে,
সহস্র বিভাগে ছিন্ন-ভিন্ন করুক আমায়।
প্রাণ জ্বলে যায়—কে আছ কোথায় ?
রক্ষা কর—রক্ষা কর মোরে।

(শ্রীলেখার প্রবেশ)

কে ও পিশাচিনী,—অথবা প্রেতিনী ?
কিম্বা তুমি রজনীর সহচরী
অন্য কোন প্রাণী ?
সরে যাও – চলে যাও সম্মুখ হইতে ;—
প্রাণ দিতে জয়াকর নহেক প্রস্তুত।

শ্রীলেখা। আজি নিশাযোগে—
ক্ষিপ্ত পরমাণু মিশেছে কি ক্ষিপ্ত বায়ুসনে ?
নিশ্বাসের সনে—
মিশি দ্রুত শোণিত-প্রবাহে,
বিদ্রোহে মাতায় বুঝি মনোবৃত্তিগণে !
জয়াকর ! মোহান্ধ কি কারণ ;—
দেখ চেয়ে কে তোমার সমুখে দাঁড়ায়ে।

জয়া। কে ও ?— শ্রীলেখা ?

দেখা দিতে হ'ল কি সময় ?

নাহি জানি কি ধাতু প্রদানি—

নির্ম্মিলা তোমায় বিধি।

নিরবধি হেরি ছবি বিকট দর্শন ;

যেন আপনি শমন –

ধেয়ে আসে বাহু প্রসারিয়া।

দীপ্তিহীন নীলশিখা জ্বলিছে চৌদিকে,—

থেকে থেকে উঠে ধূম আঁধারি নয়ন ;

মুহুর্ম্মুহু বিকট তাড়ন,

আর্ত্তনাদ উঠিছে ভৈরব রবে।

সে আরাবে কাঁপিছে হৃদয়,

হৃৎপিণ্ড আতঙ্কে শুকায়,

ত্রাহি, ত্রাহি ! কোথায় পালাব ?

নাহি জানি কি শক্তিপ্রভাবে,

আছ স্থির নির্ভয় হৃদয়ে।

জাগে নাকি মনে,

পুত্রকরে যেতে হবে শমন-সদনে ?

দম্ভ অভিমানে চিরতরে দিয়ে জলাঞ্জলি ?

ছাড়িয়া এ বিশ্বতটভূমি,

শত ঊর্ম্মি ধরিয়া হৃদয়ে

অনন্তের পারে যেতে কি প্রস্তুত আছ ?

থাক যদি একা রহ তুমি,

আমি নহি সহায় তোমায়।

হরিরাজ ভবে যতদিন রবে,—
মৃত্যু সদা শিয়রে ফিরিবে,
কে বাঁচাবে ?—কিসে ত্রাণ পাব ?

শ্রীলেখা। জয়াকর! একি ভাবান্তর ?
ভুলেছ কি কেবা আমি ?
বধেছি আপন স্বামী আপনার করে,
স্বচক্ষে দেখেছ তার মরণ-যন্ত্রণা,
ভাণ অশ্রুকণা ভিজায়েছে সে মৃত শরীর ;
তবু কি অধীর দেখিয়াছ শ্রীলেখারে ?
রমণী-হৃদয় লোকে কয় কুসুমে গঠিত,
উপাড়ি কলিকা,
শোণিত-ছুরিকা সে হৃদয়ে করেছি ধারণ।
রমণীর কোমলতা,
কঠিনতা করেছে আশ্রয়।
স্নেহ মায়া রহে না তথায় ;
মরুভূমি করিয়াছি উর্ব্বরা ভূমিরে !
সন্তানেরে বধিব আপনার করে,
এ তো নহে বড় কথা ;
সন্তান-মমতা পদতলে করেছি দলন।
হরিরাজে স্মরিল শমন,—
যেই দিন হতভাগা উন্মত্তের প্রায়,
সুতীব্র ভাষায় তিরস্কার করিল আমারে ;
করযোড়ে জননীরে চাহিল ক্ষমা।
বধ, বধ তাঁ'রে, আমি তব রহিব সহায়ে।

অপারগ হও যদি তাহে,
আপনি তাহারে আমি করিব সংহার!

জয়া। কিবা চিন্তা আর; অশান্ত হৃদয়ে,
শান্তিরশ্মি ঝকিল আবার।
শোন কথা, যে উপায়ে করিয়াছি স্থির;
অভিমত কিবা তাহে তব?
অজিতের সনে সৌহার্দ্দবন্ধনে,
প্রাণে প্রাণে বাঁধা হরিরাজ।
জান তুমি, বাণিজ্যের আশে,
বিদেশে নিবসে সেই জন।
তা'রি নামে প্রেরি পত্র রাজার সকাশে,
লিখিব বিশেষে,
আসিয়া কাশ্মীরে মহাদায়ে পতিত সে জন,
গুহ্য কার্য্যফেরে, না পারে আসিতে নিজে,
রাজদরশন নিভৃতে কামনা করে।
অজিতের বৃদ্ধ ভৃত্য উৎকোচের বশে,
বদ্ধ মম পাশে, পত্র লয়ে যাইবে আপনি,
প্রভুর সকল বার্ত্তা জানাবে রাজারে।
অতর্কিত হরিরাজ নিশ্চয় আসিবে;
প্রাণ দিবে শাণিত কৃপাণমুখে।
তার পরে বৃদ্ধ ভৃত্যে করিয়া নিধন,
একস্থানে ফেলিব দুজনে;
গোপনেতে সব কার্য্য হবে সমাধান।
কেহ না জানিবে, লোকে ক'বে,

লোভে ভৃত্য হরিরাজে করিতে সংহার,
পরস্পর হইয়া আহত,
প্রাণত্যাগ করেছে দুজনে।
রহিবেনা কেহ এ জগতে,
সাক্ষ্য দিতে শোণিতের পরিচয়।

শ্রীলেখা। উত্তম উপায়।
কি হেতু বিলম্ব আর?

জয়া। অপেক্ষা তোমার।
আজি পত্র পাঠাব রাজারে।
কল্য দিবা অবসানে,
হরষিত মনে ফিরিব ভবনে,
করি দোঁহে কণ্টক উদ্ধার।
তবে বল, বল আরবার।
র'বে তুমি সহায় আমার,
কার্য্যক্ষেত্রে রহিবে আমার সাথে?

শ্রীলেখা। নরকের পথে,
শ্রীলেখা না ডরে কভু!
কার্য্যকালে বুঝিবে হৃদয়,
কথায় নাহিক প্রয়োজন।
এস যাই, ছদ্মবেশে না রব অধিক কাল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-অন্তঃপুর উদ্যান।

(অরুণা)

অরুণা। ঐ যাঃ—চাঁদ ডুবে গেল! কি হবে—কি হবে? আজ যে আমাদের বিয়ে! অন্ধকারে বিয়ে কেমন করে হবে? ওঃ—বুঝেছি চাঁদ আমার সতীন। তাই লুকোলো—হিংসেতে ডুবলো! অন্ধকার, অন্ধকার—কিছু দেখা যাচ্ছে না। রাত্তির সাঁ সাঁ কর্‌ছে। পথ দেখতে পাচ্ছি নি। একটু বসি (উপবেশন) ও কি—ও! নীচে ও কি রয়েছে? নীল আলো কোত্থেকে আস্‌ছে? ওখানে শুয়ে কে? কে ও? কে ও? অ্যাঁ অ্যাঁ—প্রাণেশ্বর! তুমি—তুমি! বিয়ের রাত্তিরে অমন করে শুয়ে কেন? মুখ অমন শাদা কেন? ও কি! রক্ত কোত্থেকে এল? অ্যাঁ—অ্যাঁ—নেই! (পতন) ঐ আলো হয়েছে—কেমন মিষ্টী হাওয়া দিচ্ছে! আহা, কি মধুর গাচ্ছে—কারা ওরা নাচ্চে। তার ওপর ও আবার কি? ও কার সিংহাসন পাতা রয়েছে? তার ওপরে দশদিক আলো করে কে ঐ বসে রয়েছে? আহা, ওঁর কি রূপ, কি রূপ! ও আবার কে এল? ঐ সুরমা এয়েছে —ঐ সখীরা ফুলের মালা নিয়ে ছুটে আস্‌ছে। সিংহাসনের দেবতাকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। যেন ওঁকে চিনি, যেন ওঁকে দেখেছি। চিনেছি—চিনেছি—প্রাণেশ্বর!—সিংহাসনে তুমি! আমায় বিয়ে কর্ত্তে এসেছ। এস হৃদয়সর্ব্বস্ব! আমার মালা পর—আমি নয়নজলে গেঁথেছি!

গীত।

বঁধু! ধর হে ধর হে পর হে হার।
আমি সকলি দিয়েছি যা' ছিল আমার॥
কনক-আসন বারেক ত্যজিয়ে,
হৃদয়-আসনে বস হে হাসিয়ে,
পূজিব চরণ সাধ মিটাইয়ে, বরষি, নয়নাসার॥

উহুহুহুঃ! বড় ঝড়, বড় ঝড়! আকাশ কাঁপছে, সিংহাসন দুল্‌ছে, কে কোথায় যাচ্ছে, সকলে পালাচ্ছে। ও কি! সিংহাসন উড়ে যাচ্ছে! হৃদয়েশ্বরকে নিয়ে পালাচ্ছে! জীবনসর্ব্বস্ব! যেও না, যেও না, আমায় সঙ্গে নাও! ঐ যায়, ঐ গেল, আমিও যাব।

[বেগে প্রস্থান।

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা। অরুণা কোথায় গেল? সখীরা বল্‌লে, সে এ বাগানে এয়েছে! কৈ, এখানে ত কেউ নেই। আহা! অভাগিনী দাদার জন্যে ভেবে ভেবে সত্যই উন্মাদিনী হ'ল। তা'র সাম্‌নে কাঁদ্‌বো না মনে করি; কিন্তু তা'কে দেখলেই চোখ ফেটে আপনি জল বেরোয়! পাগলের প্রাণ, কখনো হাসে, কখনো কাঁদে। কোথায় গেল? বোধ হয় সখীরা বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেছে।— আহা, বেশ হাওয়া দিচ্ছে, এইখানেই একটু বসি। (উপবেশন) কতদিন তাঁকে দেখিনি, কতদিন তাঁর কথা শুনিনি, আচ্ছা, তাঁকে দেখলে এখন আমার লজ্জা করে কেন? আগে তো তাঁর হাত ধরে কত বেড়িয়ে বেড়াতুম, কত কথা কইতুম, কত ফুল তুলে দিতুম, এখন কেন এমন হয়? মনে করি, তাঁ'কে

দেখলে পালাব না," কিন্তু তাঁকে দেখতে পেলে মন কেমন হয়; লজ্জা করে, পালিয়ে যাই! কি মিষ্টি বাতাস বইছে; একটা গান গাই।

গীত।

বুঝেছি সই আপন প্রাণে প্রাণের ব্যথা যাবে না।
আশার বাঁধ হৃদয় বেঁধে মনকে করি ছলনা॥
মিছে সই চাঁদে চেয়ে,
একলা কাঁদি একলা গেয়ে,
হৃদয়ের চাঁদ ডুবে গেছে নিভে গেছে জোছনা।
যা ছিল তা' ফুরায়েছে রইলো শুধু যাতনা॥

(কহ্লনের প্রবেশ)

কহ্লন। বনবিহঙ্গিনি! বিজনে ঢালিছ তান?
আহা মরি মরি সঙ্গীত লহরী,
ধীরি ধীরি ভাসিছে সমীরে।
আমোদিনি! বিষাদিনী কেন আজ?
লাজমাখা আনত-নয়নে,
কেন বা মলিন ছায়া?

সুরমা। এসেছিনু অরুণার অন্বেষণে,
স্নিগ্ধ সমীরণ সান্ত্বনা আনিল প্রাণে,
তাই অন্যমনে গাহিনু সঙ্গীত।
যাই আমি,—অরুণারে দেখে আসি।

কহ্লন। আনন্দদায়িনি!
দিয়ে দেখা কেন বা লুকাতে চাও?
বলে দাও, কেন আশা জাগালে হৃদয়ে?

জন্মাবধি নিরাশা বহেছি প্রাণে ;
প্রেমের তুফানে—
কেন বা ফেলিলে মোরে ?
আঁকি ও মোহিনী ছবি হৃদয়ের পটে,
প্রেমের স্বপনে দিবস রজনী কাটে ;
নির্দ্দয় হইয়ে নিও না কাড়িয়ে,
সে ছবি অন্তর হ'তে।
রাজবালা ! সহেছি অনেক জ্বালা,
প্রণয়ের মালা সভয়ে পরেছি গলে ;
দলিয়া হৃদয় নিও না তাহারে খুলে।

সুরমা। অপরাধী কোরো না আমারে,
আমি নারী, চির-পরাধিনী ;
কি করিতে পারি বল ?
এ হৃদয় বিকায়েছি পায়,
শক্তি নাহি জানাতে ভাষায় ;
এই ভিক্ষা চাই, যেন না হারাই,
পাই যেন শ্রীচরণ !
যাই আমি, ভুলো না দাসীরে।

[প্রস্থান।

কহ্লন। স্থির হও অন্তর আমার !
এত সুখে নাহি তব অধিকার !
হায় ! বাড়ে আজি জীবনের সাধ,
এ প্রতিমা পাব কি হৃদয়ে ?

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অলিন্দ।

(হরিরাজ)

হরি। ব্যভিচার, অন্য নাম রমণী তোমার!
এ সংসার মোহের আগার,
তাই ছলনায় ভুলিয়ে তোমায়,
অনন্ত আঁধার সৃজে নর আপনার তরে!
ধরাময় যতবিধ পাপকার্য্য আছে,
ঘুচে যায় সমষ্টি তাহার,
এ সংসার হয় যদি নারী-বিবর্জ্জিত!
লুপ্ত শান্তি ফিরে আসে মানব-হৃদয়ে,
পুণ্যস্রোত বহে যায় জগৎ-মাঝারে;
পূত ধারে ধৌত করি জীবনের কালি,
দশদিশি উজলি কিরণে,
পূর্ণ করি বিধাতার উদ্দেশ্য মহান্,
ধায় জীব লভিতে বিরাম
উল্লাসে স্রষ্টার পদে!
স্বরগের দ্বারে পবিত্র আত্মারে,
দেববালা সাদরে আহ্বান করে।
নিত্য দীর্ঘশ্বাস হা-হুতাশ
নাহি পশে ধাতার শ্রবণে!
ত্যজিয়ে বিষয়, রিপু করি জয়,
উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় ভ্রমে নর দিবস-রজনী!

এ সংসারে পরীক্ষার তরে,
সৃজিলা রমণী ধাতা মোহিনী আকারে।
কটাক্ষের ধারে হৃদয় বিদরে,
হাসি হাসি প্রেমফাঁসি পরায় গলায়।
মুগ্ধমন আপনা হারায়, ভ্রমে মালতীর হার
বিষধর তুলে পরে গলে।
হলাহল লুকায়ে অন্তরে,
মধু ধার মোহিনী অধরে,
নাহি জানি কত,
অবিরত প্রেমের শপথ করে ;
কহে সকাতরে,
"দেখো নাথ! ভুলো না এ অধিনীরে,
হারায়ে তোমারে তিলেক না রবে প্রাণ!"
হিতাহিতজ্ঞান, তিরোধান সে মধুর ভাষে,
প্রণয়-উচ্ছ্বাসে আবেশে ভাসিয়া চলে,
আগে পাছে নাহি করে নিরীক্ষণ,
পরিণাম তার অতি চমৎকার ;
নিজ হস্তে গরল আহার অথবা ছুরিকা
জীবন-কলিকা অসময়ে করেরে ছেদন!)
ধন্য নারী! কি মাধুরী রেখেছ নয়নে,
জেনে শুনে মজে নর কটাক্ষ-দংশনে।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

হরি। এ কি! তুমি কোন্ কাজে ;
অজিত কি এসেছে ফিরিয়া?

কহ ত্বরা কুশল-বারতা,
কোথা মম শৈশব-বান্ধব ?

ভৃত্য। রাজরাজ্যেশ্বর !
প্রভু মম আছেন কুশলে !
আসিয়াছি পত্র লয়ে নৃপতি-সকাশে।

হরি। দাও। (পত্রপাঠ)
(স্বগত) আহা, বুঝি কোন বিষম বিপদে
পতিত অজিত আজি।
তা না হ'লে আসিত ছুটিয়া,
হৃদয় খুলিয়া প্রকাশিত আপন কাহিনী।
যাব আমি,
প্রাণ দিয়ে নাশিব বিপদ তা'র।
(প্রকাশ্যে) সমাচার দানিও প্রভুরে তব,
যথাযথ পত্রমর্ম্ম হবে সম্পাদিত।

ভৃত্য। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য মম।

[ভৃত্যের প্রস্থান

হরি। হায় কষ্ট রাজার জীবন !
প্রতিপদে নিয়ত অধীন,
স্বেচ্ছাধীন বৃত্তি নহে তা'র।
পুত্র পরিজন সসম্ভ্রমে করে সম্ভাষণ,
নীরস সম্মান করযোড়ে করে দান।
অজিত ! বাল্যসখা !
যাব একা তোমার ভবনে,
গলা ধরে কব মম হৃদয়-বেদনা !

হায়! কি দশায় কাটাই জীবন।
পিতা লুপ্ত ঘাতকের করে,
কলঙ্কিনী জননী রয়েছে ঘরে ;—
মাত্র শোণিতের উদ্দীপনা
অসার কল্পনা—
প্রতিহিংসা করিছে সাধন।
ক্ষুদ্র যশ করিতে অর্জ্জন,
সাজায়ে বিজয়-সাজে সৈন্য অগণন,
রণক্ষেত্রে হই ধাবমান :
সহস্রের প্রাণ অনায়াসে করি নাশ।
কিন্তু হায় পিতৃহন্তা রয়েছে জীবিত,
মাতার কলঙ্ক নাহি হয় প্রক্ষালিত।
যা' হ'বার হ'বে
রাজদ্রোহী অপরাধে করিয়া বিচার,
দণ্ড তারে দিব নিজ হাতে,
কাল প্রাতে পিতৃ-আজ্ঞা করিব পালন।
জয়াকর! রহ একদিন আর ;
কলঙ্ক মাতার,
তোর সনে লুপ্ত হবে কালি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শ্রীলেখার কক্ষ।

(শ্রীলেখা)

শ্রীলেখা। কেন প্রাণ বিচঞ্চল হতেছে এমন ?
মমতা ত' করেছ ছেদন,
তবে কি কারণ, কাঁপ তুমি অনুক্ষণ ?
আশঙ্কা কি হয়েছে উদয় ?
কিম্বা নরকের ছবি হৃদিপটে আঁকি—
এত তুমি হয়েছ অধীর ?
পরকাল আছে কি কোথাও ?
যাও—যাও—কর নিজ স্বার্থ সমাধান !
স্বর্গ মর্ত্ত সৃজি কল্পনায়,
মানব-হৃদয় বিভিন্ন চিন্তায়,
সুখ দুঃখ ভাঙ্গে গড়ে আপন ইচ্ছায় ;
তার সনে নাহি কিছু সম্বন্ধ তোমার।
যেই ব্রতে ব্রতী তুমি আজ,
মানবসমাজ নহে ত আদর্শ তার ;
নরকের দ্বার উন্মুক্ত তোমার তরে,
গৌরব ছানিয়া উপমা খুঁজিয়া,
উদ্‌যোগন করহ কঠিন ব্রত।
এস সবে, এস সবে অশরীরীগণ,
তিমির ভীষণ, আন তুলে নরক হইতে।

সে আঁধারে ঢেকে দাও এ বিশ্বভুবন ;
যেন না দেখে নয়ন,
হস্ত যাহা করে সম্পাদন।
এসে ছুটে বিশ্বতটে নারকীয় চমূ
রমণীত্ব ঘুচাও আমার ;
হুহুঙ্কারে কর দূর নারী-দুর্ব্বলতা ;
মনে বহ শোণিত-প্রবাহ ;
অনুতাপ-স্রোত,
সবলে করহ প্রতিরোধ !
যেন মানব-প্রকৃতিগত হীন দুর্ব্বলতা,
নাহি দেয় বাধা,
অবাধে সাধিতে ত্বরা উদ্দেশ্য আপন !
তড়িতের ধারা, বহ ত্বরা শিরায় শিরায়,
দেখো যেন না কাঁপে হৃদয় !
আসিছে সময়, ছদ্মবেশ করিগে গ্রহণ !
ধাত্রী ! দুগ্ধ দিয়ে সর্পশিশু পুষিনু হৃদয়ে,
ভীষণ দংশনে দহিয়াছে অন্তস্থল !
পদতলে দলিব তাহারে,
তাহাতে বিকার কেন ?
ধাত্রী !

(ধাত্রীর প্রবেশ)

ছদ্মবেশ রেখেছ কি করি আয়োজন ?

ধাত্রী। মহারাণি ! প্রস্তুত সকলি।

শ্রীলেখা। চল যাই, করি গে গ্রহণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীস্থ কক্ষ।

(দধিমুখ)

দধি। কৈ, এখানেও তো কহ্লল নেই। আমার বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। রাত্রিকালে রাজা একলা কোথায় গেল? কোন্ দিকে যে গেছেন, কোন প্রহরীই বল্‌তে পাল্লে না। একটী লোকও সঙ্গে যাইনি। আমি জানি, রাজা বরাবর একবগ্‌গা, একা স্থবিধে পেয়েই কোন্‌দিকে সরে পড়েছেন। এখন ভালয় ভালয় ঘরে ফির্‌লে হয়! আমারও তো বিলম্ব করা হচ্ছে না! একটা লোক, কদিক্ বা সামলাই, কাজেই মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলি! এই দেখনা, ভাগ্যে আজ অন্দরমহলের বাগানের দিকে গিয়েছিলেম, অরুণাকে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেম! আমি না গিয়ে পড়লে উন্মাদিনী আজ নিশ্চয়ই জলে ডুবে মর্‌তো! এদের দুটোকে নিয়ে কি করি! বাঁধতে গেলেম বিয়ের ডুরি—রাজা অমনি সটান পাড়ি। অরুণাকে নিয়ে আসা হলো রাজবাড়া; তার পর একেবারে পুরীপ্রবেশ বন্ধ। কাজেই যে পাগল হবে ছুঁড়ি। বিধাতার কারিকুরি, এর ওপর আমাদের জারিজুরি চলবে কেন? যা হোক ভারি দিক্‌দারি হ'য়ে উঠলেম। কর্ত্তে যাই এক—হয়ে দাঁড়ায় এক। থাক্—এখন রাজার সন্ধানেই যাওয়া যাক্। এই যে মন্ত্রী মহাশয়ও এসে হাজির।

(কহ্লনের প্রবেশ)

রাজা শুনছি, একাকী বাটীর বাহির, যাবার নজীর তো কোথাও খুঁজে পাচ্ছিনি।

কহ্লন। দধিমুখ! তুমি জান না, তোমার এ সংবাদ কতদূর আশঙ্কাব্যঞ্জক। হরিরাজের পদে পদে শত্রু। এরূপ একাকী যাওয়া বিশেষ অবিবেচনার কার্য্য হয়েছে, এখন চল, শীঘ্র অনুসন্ধান করা যাক্ গে! কোথায় তুমি সম্ভব বিবেচনা কর?

দধি। রসুন, আমার স্মরণ হচ্ছে, অজিতের সেই পুরাণো চাকরটা যেন আজ সকালে রাজার ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছিল, অজিত যদি ফিরে এসে থাকে, তা হলে তার বাড়ী যাওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

কহ্লন। তবে চল, আগে সেইখানেই অনুসন্ধান করা যাক্ গে।

দধি। আমি ত' প্রস্তুত।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

নদীতীরে অজিতের উদ্যান।

(জয়াকর)

জয়া। এই তো সময়। হরিরাজ!
স্মর দেবতায়, অন্তিম উদয় তব।
আসিবে নির্জ্জনে বন্ধু-সম্ভাষণে,
শমনেরে দিতে আলিঙ্গন।
ঘুচে যাবে সব আস্ফালন,
শবদেহ রবে পড়ে সাক্ষ্য দিতে তার।
শ্রীলেখা কোথায়?
সে তেমন নয়—আসিবে নিশ্চয়;
বলেছে আমায়, রবে সাথী জীবনে মরণে!

(শ্রীলেখার প্রবেশ)

এস—এস কাশ্মীর-ঈশ্বরি!
সিংহাসন জানিও তোমারি;
কণ্টক তুলিব আজি।

শ্রীলেখা। নাহি কার্য্য বৃথা বাক্যব্যয়ে,
চল যাই রহি গে গোপনে।
আহতা রমণী—ভূজঙ্গিনী করে পরাজয়।
নরক কোথায়, ত্রাসেতে লুকায়,
যবে নারী ধায়—
প্রতিহিংসা সাধিতে আপন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(হরিরাজের প্রবেশ)

হরি। কেন আজি মন মম হতেছে ব্যাকুল ?
অনন্তের কূল সদা জাগিতেছে মনে।
জীবনের মধ্যাহ্ন-তপনে—
সে ছায়া জাগিছে কেন প্রাণে ?
পিতা—পিতা !
অলক্ষ্যে করিছ তিরস্কার।
সন্তান তোমার—
নিশ্চেষ্ট নহে ত তব আদেশ পালনে।
এই ত উদ্যান—
জনসমাগম নাহি হয় অনুমান,
অন্ধকার—অন্ধকার চারিধারে।
অজিত কি রয়েছে নির্জ্জনে ?
যাই—দেখি হয়ে অগ্রসর !

(পশ্চাৎ হইতে জয়াকরের প্রবেশ ও ছুরিকাঘাত)

কে রে দস্যু পিশাচ অধম !
এ কি ? পিতৃহন্তা !
পিতা—পিতা! বল দাও মুহূর্ত্তের তরে;
পূর্ণ হোক্ আদেশ তোমার !
মর তবে নরকের কীট !

(জয়াকরকে অসি প্রহার ও পতন)

জয়া। ওঃ ! প্রাণ যায়—(পতন)

(দ্রুতবেগে শ্রীলেখার প্রবেশ)

শ্রীলেখা। কে রে হরে নিল হৃদয়ের নিধি।

নিরবধি করিয়াছি অনাদর,
ওরে আগে কে জানিত—
প্রাণে প্রাণে এত ভালবাসি তোরে
প্রাণ ছিঁড়ে—
কে নিলি রে এত স্নেহ হরে।
কার তরে সন্তানেরে করিলাম পর ?
ওই—ওই সেই দস্যু—তুই—
আমি তোরে করিব সংহার !

(জয়াকারের বক্ষে ছুরিকাঘাত।)

জয়া। ওঃ !—শ্রী—লে—খা—তুমি—(মৃত্যু)

শ্রীলেখা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !
পূরেছে কামনা।
শ্মশান সংসার—শ্মশান সংসার—
মনোবাঞ্ছা পূরেছে আমার !
সিংহাসন কার ? আমার, আমার।
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! জয়াকর, জয়াকর !
এ কি নিদ্রায় কাতর।
চল চল যাই পলাইয়ে,
এল এল ধেয়ে নরকের দূত'
অগ্নিকুণ্ডে ফেলিবে দুইজনে ;
অনন্ত দহনে, দাহিতে আসিছে দোঁহে।
উহুঃ. অগ্নি, অগ্নি, চারিধারে ;
এস যাই সলিল মাঝে।

(নদীতে ঝম্পপ্রদান)

(কহ্লন, দধিমুখ ও প্রহরীর প্রবেশ)

কহ্লন। অন্ধকার, দৃষ্টি নাহি ধায়।
অজিত কোথায়, কোথা গেল হরিরাজ ?
বুঝি আজ বিষম বিপদ ঘটে,
চল আগে দেখাইয়া পথ।
এ কি! কে শুয়ে এখানে ?
দীনবন্ধু! জগদীশ! এই ছিল মনে ?
দধিমুখ, শীঘ্র আন বারি,
বুঝি রাজা আসন্নজীবন।
ও কে ? জয়াকর!
হা পামর! কি কাজ করিলি ?
অকালে ছিঁড়িলি এই প্রস্ফুট কুসুম।
নরকেও নাহি স্থান তোর!

(বারিসিঞ্চন

সখা! হরিরাজ! কাশ্মির-ভূষণ!
খোলহ নয়ন, সকাতরে কহ্লন ডাকিছে।

দধি! প্রভু! হরিরাজ! একি? হা জগদীশ্বর! কি কল্লে? হায় হায়! কেন আমি তোমার গুপ্ত মন্ত্রণার কথা আগে বলে দিয়ে সাবধান করিনি! পিশাচ এ কি কল্লি! রাজ্ঞী শ্রীলেখা, তুমি না জননী! ওহো কি হ'ল! কি হ'ল! হরিরাজ, একবার কথা কও; আমি যে শৈশবে তোমাকে বুকে করে মানুষ করেছি! একটিবার চেয়ে দেখ। ওহো, কি হ'ল, কি হ'ল!

কহ্লন। (প্রহরীর প্রতি)

যাও ত্বরা, রাজপুরে দেহ সমাচার;

বুঝি প্রাণ না রবে অধিক কাল।

[প্রহরীর প্রস্থান]।

সখা! সখা! বারেক মিলহ আঁখি;

কথা কও চাহ মুখপানে।

হরি। কহ্লন! প্রাণ যায়,

এ সময় কাঁদাও না আর,

পরিপূর্ণ আদেশ পিতার।

জীবনের ভাব সনে,

হৃদয়ের ভার এতদিনে ঘুচিল আমার।

এবে দেহ শান্তির আগার,

অশান্তি-আধার অপগত চিরতরে।

স্বরগের দ্বারে প্রফুল্ল অন্তরে—

হাসিমুখে যাব ধেয়ে,—

আলিঙ্গন করিব পিতারে।

কহ্লন! রাজা বলে ভুলে যাও মোরে,

মনে করো শৈশব সখারে।

সুরমারে পত্নিরূপে করিও গ্রহণ।

রাজার নন্দিনী—

আজীবন কাটায়েছে একাকিনী,

যতনে মুছিও তার হৃদয়-বেদন।

অভাগিনী অঙ্গনারে—

বোলো তারে—এ অন্তিমকালে,

তার তরে ঝরেছিল দু'নয়ন।

আহা সরলা বালিকা।

আমি তার দুঃখের কারণ,—

অভাগিনী উন্মাদিনী মোর তরে'

বোলো তারে—

শুধিতে নারিল তার প্রণয়ের ঋণ।

যাই—যাই—তবে,—পিতা'—পিতা—

লহ সাথে সন্তানে তোমার। (মৃত্যু)

কহ্লন। কোথায় যাব আর

হরিরাজ নাহিক সংসারে।

(অরুণা মন্ত্রী ও সামন্তগণের প্রবেশ।)

অরুণা। হাঃ হাঃ' সুখের বাসর, এসেছে নাগর!

হাঃ হাঃ হাঃ।

ও কে—ও কে

আঁ্যা—প্রাণেশ্বর! এই ছিল মনে?

যাই প্রভু—কোথা যাবে ফেলিয়ে দাসীরে?

(পতন ও মৃত্যু)

সকলে। সম্বর সম্বর মাতা।

কহ্লন। আর কোথা—শ্মশান [illegible]

যবনিকা পতন

নটকবি অমরেন্দ্র নাথ দত্তের

অন্যান্য পুস্তক।

১।	অভিনেত্রীর রূপ	...	(উপন্যাস)	।০
২।	আদর		(,,) ...	৵০
৩।	হরিরাজ		(ষ্টার, ক্লাসিক, মনোমোহন প্রভৃতি থিয়েটারে অভিনীত) ...	১৲
৪।	ফটিক জল	.	(,,)	॥০
৫।	শ্রীকৃষ্ণ	...	(,,) ...	।৵০
৬।	কেয়া মজাদার		(ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত ...	।০
৭।	প্রেমের জেপ্‌লিন	.	(,,) ...	।৵০
৮।	কিসমিস্‌	..	(,,) ...	।৵০
৯।	থিয়েটার		(ক্লাসিকে অভিনীত) .	যন্ত্রস্থ
১০।	কাজের খতম		(,,) ...	,,
১১।	নির্ম্মলা		(,,) ...	,,
১২।	দুটিপ্রাণ		(,,) ...	,,
১৩।	চাবুক		(,,) ...	,,
১৪।	রোক শোধ		(,,) .	,,
১৫।	শ্রীরাধা		(,,) ...	,,
১৬।	দলিতা ফণিনী		(মিনার্ভায় অভিনীত) ..	,,
১৭।	শিবরাত্রি		(ষ্টারে অভিনীত) ...	,,
১৮।	বড় ভালবাসি		(,, ...	,,
১৯।	জীবনে মরণে		(গ্রেট ন্যাসনলে অভিনীত ...	,,
২০।	ঘুঘু		(ক্লাসিকে অভিনীত) ..	,,
২১।	দোল-লীলা		(সমস্ত থিয়েটারে অভিনীত) ...	,,

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।

১১১, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।